প্রেম লহরীর প্রথম তরঙ্গ।

প্রেম-তত্ত্ব।

"পিরীতি পিরিতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥"

শ্রীপ্রেমদাস ভিখারী প্রণীত

কলিকাতা।
শ্রীনবকুমার দত্ত।
১০৭নং অপার চিৎপুর রোড "বাল্মীকি পুস্তকালয়।"

১২৯৫।

বিজ্ঞাপন।

এ সংসারে প্রেমের ন্যায় মধুর বিষয় কিছুই নাই। প্রেম মানবকে স্বর্গে লইয়া যাইবার একমাত্র পথ। যদি শোক-তাপ-ব্যাধি-প্রপীড়িত মানবকে এ সংসারে কেহ সুখ প্রদানে সক্ষম থাকে, তবে সে অনন্ত মায়াময় প্রেম। যদি কেহ মানবকে পরকালে পরম সুখে লইয়া যাইবার ক্ষমতা ধারণ করে, তবে সে সুখময়, শান্তিময় প্রেম। এ জগতে করুণাময় জগৎপাতার বিকাশই প্রেম। এই প্রেম লাভের উপায় এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। এতদিন কল্পনাময় কাব্যকাননে প্রেম সুখে বিচরণ করিতেছিলেন,—প্রেম এতদিন স্বপ্ন রাজ্যের কল্পনা প্রসূত দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন; প্রেম বিজ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় বলিয়া বিদিত ছিলেন। প্রেম আপনই জন্মে, প্রেম চেষ্টা করিয়া লাভ করা যায় না,—মানব জাতির ইহাই বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু সে দিন এখন গিয়াছে। এখন যে জগতে বিজ্ঞানের দিন আসিয়াছে! মানব এক্ষণে আকাশের দুরন্ত বিদ্যুৎকে আনিয়া নিজ দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে,—তাহারা প্রেমকে ছাড়িবে কেন? প্রেম আর এক্ষণে কাব্যকাননের কল্পনার ফুল নাই,—প্রেম এক্ষণে বিজ্ঞান জগতের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মানবের আয়ত্বাধীন ব্যাপার। প্রেম এক্ষণে ইচ্ছামত লাভ ও দান করা যায়।

এতদিনে প্রেমে কাব্য ও বিজ্ঞানের সম্মিলন হইয়াছে। কাব্য প্রেম প্রস্ফুটিত করে, বিজ্ঞান প্রেমকে নিয়ম ও সীমাবদ্ধ করিয়া মানবের ক্ষমতার মধ্যে আনিয়া ফেলে। ইহা কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাই বর্ণনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। বিষয় কঠিন;—এ কঠিন ব্রত সমাধানে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকদিগের বিচার্য্য।

শ্রীনবকুমার দত্ত।

প্রকাশক

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সূচীপত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম-তত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নর ও নারী।

জগতের সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানব। পশুই হউক, আর পক্ষীই হউক, বৃক্ষই হউক আর লতাই হউক, ফলই হউক আর ফুলই হউক, দেখিলে বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত জীব ও দ্রব্য মানব জাতির সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। বনের সিংহও মানবের নিকট মস্তক অবনত, আকাশের দুরন্ত বিদ্যুৎ মানবের দাসত্বে নিযুক্ত। সৃষ্টির মধ্যে মানব আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বা অধিক ক্ষমতাশালী আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। মানব স্পষ্টই বুঝিতে পারে,এ পৃথিবীর রাজাই তাহারা; তাহাদেরই জন্য করুণাময় বিধাতা নানা রূপে সৃষ্টি সাজাইয়া দিয়াছেন।

জগতের জীব মাত্রেই দুই জাতিতে বিভক্ত,—স্ত্রী ও পুরুষ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলনে জীবের অস্তিত্ব স্থায়ী হয়। কেবল পুরুষ পৃথিবীতে থাকিলে ক্রমে মানবের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইত,—কেবল স্ত্রী জগতে থাকিলে সময়ে সৃষ্টি লোপ পাইত। স্ত্রী পুরুষ একই জীব,—কেবল দুই শরীরে ন্যস্ত,—এই মাত্র।

বলা বাহুল্য আত্মায় স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। আত্মায় স্ত্রী পুরুষ ভেদ থাকা অসম্ভব। অনেকে হয় তো একথা বিশ্বাস করেন না। আত্মায় "একত্বের" উপরই প্রেমের ভিত্তি স্থাপিত, সুতরাং প্রেমের কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমাদিগের এ বিষয় আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রেম অর্থে আকর্ষণী শক্তি। প্রেম দুইটীকে আকর্ষণ করিয়া একটী করে। কিন্তু দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বিষয় কি কখন "একটী" হইতে পারে। দুইটীতে সম্মিলিত হওয়া সম্ভব, দুইটী এক হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে, কিন্তু দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় কখনই একটী হইতে পারে না। জল ও মাটীতে মিশে সত্য, কিন্তু জল ও মাটী মিশিয়া কেবল "জল" কখন হইতে পারে না। স্ত্রী-আত্মা ও পুরুষাত্মা যদি দুইটী ভিন্ন বিষয় হয়, তাহা হইলে উহাদের সম্মিলন সম্ভবপর হইবে। উহারা কখনই একেবারে একটী আত্মা হইতে পারে না। জল জলের সহিত মিশিয়া একটী বিশেষ জল হইতে পারে, বায়ু বায়ুর সহিত মিশিয়া একটী বিশেষ বায়ু হইতে পারে। স্ত্রীআত্মা ও পুরুষাত্মা দুইটী একই বিষয়,—কেবল জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত, এইমাত্র প্রভেদ।

কিন্তু আত্মা কি? আত্মার কি অস্তিত্ব আছে? আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে প্রেমও থাকিতে পারে না,—কারণ প্রেম শারীরিক বৃত্তি নহে, ইহা অভ্যন্তরিক হৃদয়ের বৃত্তি। মানবের যে আত্মা আছে, ঐ আত্মাই মানবের মানবত্ব, মানবের শরীর মানবের কিছুই নহে,—কেবল উপাদান মাত্র, কেবল আশ্রয় মাত্র, কেবল বাসস্থান মাত্র, এ কথা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই লিখিত হইয়াছে। সকল দেশের সকল বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলী

নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের জ্ঞান পূর্ণ যুক্তি সকল উদ্ধৃত করা আমাদের এ পুস্তকে সাধ্যায়ত্ব নহে,—তবে আমরা অতি সহজে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

মানবের জীবনে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে,—জাগ্রত, নিদ্রিত ও স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় মানবের জ্ঞান এই যে, হস্ত পদ আমি নহি, হস্ত পদ আমার মাত্র। আমি একটী স্বতন্ত্র জীব, হস্ত পদ অবলম্বন করিয়া আছি। নিদ্রিতাবস্থায় হস্ত পদাদির অস্তিত্বের কোন জ্ঞানই থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় আমি কিরূপ ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কি করিয়াছিলাম, তাহার কোন জ্ঞানই থাকে না, তবে আমার অস্তিত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। অন্য কোন জ্ঞানই থাকে না সত্য, কিন্তু আমি যে ছিলাম, এ জ্ঞান আমার সম্পূর্ণ থাকে। আবার স্বপ্নাবস্থায় আমি কত কাজ করি! তখন আমার সম্পূর্ণ আর এক স্বভাব হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি লক্ষ ক্রোশ যাইতে পারি, হয়তো কখনও বা আমার পক্ষীর ন্যায় ডানা হয়, কখনও বা আমার পশুর ন্যায় পদ হইল, জাগ্রতাবস্থায় যে হস্ত পদাদি লইয়া আমার জীবন, স্বপ্নাবস্থায় হস্ত পদাদি সমস্ত থাকিলেও জাগ্রতাবস্থার হস্ত পদাদি শরীর তখন আর থাকে না। তিন অবস্থায়ই আমি আছি,—আমি জ্ঞানের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু আমার শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কেবল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এরূপ নহে, শরীরের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহও জন্মিয়াছে। এরূপ স্থলে স্পষ্টই বোধ হয়, যে শরীর ব্যতীতও আমার শরীরের মধ্যে কিছু আছে, যাহা শরীর ত্যাগ করিয়াও থাকিতে পারে, ও কাজ করিতে পারে।

তাহা যদি না হইত তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় আমি কোন কাজই করিতে পারিতাম না। তখন যে রাজ্যে আমি বিচরণ করি, সে রাজ্যের অস্তিত্ব নাই, সে রাজ্য সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। এই সকল কারণে কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, জাগ্রতাবস্থায়ও আমরা যাহা যাহা দেখি বা যাহা যাহা করি তাহারও কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। সকলই কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু আমি যে কল্পনাপ্রসূত, ইহা কখনও সম্ভব নহে। কারণ যদি আমারই অস্তিত্ব না থাকিল, তবে কল্পনা করিবে কে? অন্য কিছু আছে কি, না আছে, আমি ব্যতীত এসংসারে অন্য কিছু আছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাও সম্ভব, আবার যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই আছে, ইহাও সম্ভব। আছে কি না আছে, এ সন্দেহস্থল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল "আমি" লইয়াই আমরা আলোচনা করিব, কারণ আমি যে আছি এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কি জাগ্রতাবস্থা, কি নিদ্রিতাবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা, সকল অবস্থায় "আমি" আমি আছি এবং "আমি" আমি।

এ সংসারে আমি আছি। আমাতে যাহা আছে, এসংসারে আর কিসে তাহা আছে? আমি পুরুষ, আমি সমস্ত সংসার অনুসন্ধান করিলাম, প্রত্যেক প্রাণী,—কি পশু, পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ, কোথায়ও আমার সমান কাহাকেও দেখিলাম না। সমস্ত বৃক্ষ লতা পাদব অনুসন্ধান করিলাম, আমার সমকক্ষ কেহ নাই। তবে কি আমার মত আর কেহ নাই? আছে, যে আছে সেই স্ত্রী। আমাতে তাহাতে কোন প্রভেদ নাই, শরীর বাদ দিলে স্ত্রীতে যে "আমিত্ব" আছে আমাতেও ঠিক সেই

"আমিত্ব" আছে। স্ত্রী ও পুরুষ একই আত্মা, কেবল শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া সংসারে বিদিত।

"আমিত্বের" সৃষ্টি হয় কিনা, এ গূঢ় ও কঠিন তর্কে আমরা যাইব না। আত্মার সৃষ্টি হয় কি, আত্মা অনন্ত কাল হইতে স্থায়ী, এ তর্কের স্থান এ পুস্তকে নাই। তবে আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি শরীরের সৃষ্টি হয়। শরীর কল্পনাপ্রসূতই হউক বা প্রকৃতই হউক, মানব শরীরের সৃষ্টি হয় এবং এই সৃষ্টির জন্য শরীরের অনেক কল কৌশলের প্রয়োজন হয়। ইচ্ছা করিলে কেহ মানব সৃষ্টি করিতে পারেন না। মানব সৃষ্টির জন্য স্ত্রী পুরুষ সম্মিলন আবশ্যক, ইহার জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কতকগুলি শারীরিক বৃত্তির কার্য্য প্রয়োজন, তৎপরে গর্ভস্থ সুকৌশলে স্থাপিত যন্ত্রের সাহায্যে শিশুর পুষ্টি সাধন প্রয়োজন। অনন্তই ইচ্ছা করিলেই যে মানব শরীর সৃষ্ট হইল, এরূপ নহে। কেবল পুরুষের দ্বারা মানব সৃষ্টি হয় না, কেবল স্ত্রীর দ্বারাও মানব সৃষ্টি হয় না। মানবের আত্মার অস্তিত্ব সৃষ্ট হউক, না হউক, মানব শরীরের অস্তিত্ব রাখিবার জন্য এসংসারে মানব জাতির মধ্যে দুই স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি প্রয়োজন। স্ত্রী পুরুষ, উভয় না থাকিলে মানব জাতি লোপ পাইয়া যায়, কারণ পৃথিবীতে মৃত্যু আছে, ধ্বংস আছে। তাহাই স্ত্রী ও পুরুষ, নর ও নারীর সৃষ্টি।

অনেকে বলিবেন যদি "আমিত্ব" অর্থাৎ "আত্মা" একই হইল, তবে তাহাকে দুই শরীরে ন্যস্ত করা কেন হইল? সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তো অন্য কৌশলেও মানব জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিতেন। হয় তো আরও বলিবেন যে, আত্মাকে প্রভেদ করিয়া দুই ভাগ করা সম্ভব কি না। সামান্য

মানব, বিধাতার উদ্দেশ্য কিরূপে বুঝিবে! স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি না করিলে, যে অন্য প্রকারে মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা হইতে পারিত কি না পারিত, তাহা তিনিই জানেন। স্ত্রীপুরুষ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই আমরা দেখিতেছি, এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কতক বুঝিতেছি। তবে এক আত্মাকে দুই ভাগ করা যায় কি না, সে বিষয়ের আমরা আলোচনা করিয়া অনায়াসে দেখিতে পারি।

আত্মা দুই ভাগ কেন, কোটী কোটী ভাগ হইতে পারে। কারণ আত্মা একটী বিশেষ বিষয়। যদি বেদান্তের মত বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বলিতে হয়, এসংসারে "আমি" ভিন্ন আর কিছুই নাই। এ ব্রহ্মাণ্ডে সেই "আমিরই" ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। যদি পাশ্চাত্য দার্শনিক দিগের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সংসারে কেবল এক "গ্রেট স্পিরিটই" বিদ্যমান। আর সকলই সেই "স্পিরিট" হইতে উদ্ভূত বা তাহারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, "পরমাত্মা সমুদ্র বিশেষ; আর মানব মানবী সেই সমুদ্রের জল বিম্বের ন্যায় এক একটী বিন্দু মাত্র। সমুদ্র মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য জলবিম্ব যেরূপ প্রকাশ হইয়া আবার সমুদ্রে মিশিয়া যায়, ঠিক সেইরূপ মানব আত্মা জল বিম্বের ন্যায় প্রকাশ হইয়া আবার পরমাত্মায় মিশিয়া যায়।"

ইহাই সম্ভব মত প্রকৃত তত্ত্ব। করুণাময় পরমেশ্বরের আমরা ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র, তাহার অসীম কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হইয়া আবার তাহাতেই মিশিয়া যাইতেছি। এ ব্রহ্মাণ্ডে "তিনিই" আছেন, অথবা "আমিই" আছি; আর কেহ নাই। হিন্দুধর্ম্মের মূল মন্ত্র "সোঽহং" এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব।

তাহা যদি হয়, তবে স্ত্রীপুরুষ আত্মা একই আত্মা। কেবল শরীরই ভিন্ন ভিন্ন। নর ও নারী একই জীব, কেবল তাহাদের দুই শরীর।

এখন দেখা যাউক আত্মায় কি আছে। আত্মায় যখন অস্তিত্ব আছে তখন আত্মায় কিছু না কিছু আছে বা আত্মা কিছু না কিছু। আত্মা কি, একথার ব্যাখ্যা এখনও হয় নাই। তবে আমরা সাধারণতঃ এই বুঝি যে,আত্মা—ইহাতে অন্য কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে,—তবে ইহা কতকগুলি গুণের সমষ্টি। কতকগুলি গুণ যে আত্মায় আছে, সে বিষয়ে কাহারও মত ভেদ নাই, তবে কি কি গুণ আছে, তাহা এখনও কেহ স্থির করেন নাই। এ পুস্তকোল্লিখিত বিষয়ের জন্য ইহার কোন আবশ্যক ও নাই। এক আত্মার যে গুণ আছে, অন্য আত্মায় ও সেই গুণ আছে। স্ত্রী আত্মায় যে গুণ আছে, পুরুষাত্মায়ও ঠিক সেই গুণ আছে। তবে আমরা স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ের ও মনের প্রভেদ দেখিতে পাই কেন? আধার ভেদে সকল দ্রব্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হয়, তাহা বোধ হয় আমরা সকলই দেখিয়াছি। সূর্য্যের কিরণ বৃক্ষ পত্রের উপর যেরূপ দেখি, কাঁচের উপর সেরূপ আর দেখি না। বনে সিংহকে যেরূপ দেখি, পিঞ্জরের মধ্যে আর সেরূপ দেখিতে পাই না। স্ত্রী শরীর ও পুরুষ শরীর এক নহে, সুতরাং আত্মা, একই আত্মা হইলেও স্ত্রী শরীরে যে ভাবে প্রকাশ পায়, পুরুষ শরীরে সেরূপ প্রকাশ পাইতে পারে না। এই জন্য সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে আমরা প্রভেদ দেখিতে পাই।

সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব নর ও নারীর শরীরগত প্রভেদ ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই।

নর ও নারীর প্রেম।

নর ও নারীর জীবনের উদ্দেশ্য কি? বিনা উদ্দেশ্যে এ সংসারে,—এ সংসারে কেন এ জগতে, কিছুই থাকিতে পারেন। একটা উদ্দেশ্য নাই, এমন কিছুই জগতে নাই। কারণ না থাকিলে কিছুই হইতে পারে না, দর্শন বিজ্ঞানের প্রথম কথাই এই।

নর ও নারীর উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিয়াছি জগতে মানব জাতীর অস্তিত্ব রক্ষাই নর ও নারীর প্রধান উদ্দেশ্য;—কিন্তু কেবল এই উদ্দেশ্যের জন্য মানব জাতির সৃষ্টি হইতে পারে না। পশু পক্ষীতে ও মানবে গুরুতর প্রভেদ আছে, সুতরাং পশুপক্ষী যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, মানব সে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নহে। আর পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয়,—আমরা মানব, ঈশ্বরের অংশসম্ভূত বলিয়া যদি মনে করিতে হয়, তবে কেবল মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষাই যে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, একথা কোন ক্রমে বিশ্বাস করা যায় না। কি উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মানব কেমন করিয়া বলিবে?—হয়তো তাহার সহস্র উদ্দেশ্য আছে। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝি যে, অন্য উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা যখন তাঁহার অংশ মাত্র, তখন আজ হউক আর কালই হউক, তাঁহাতে মিশ্রিত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। কতদূরে কত উচ্চে পর্ব্বত শিখরে নদীর সৃষ্টি হয়,—কিন্তু নদীতো সেই পর্ব্বত শিখরেই আবদ্ধ হইয়া থাকে না। কত দেশ, কত কত প্রান্তর অরণ্য নগরী উত্তীর্ণ হইয়া সে আসিয়া অবশেষে সমুদ্রে মিশে। সেইরূপ আমরা পরমাত্মা হইতে যত দূরেই যাই

না কেন, আর যত দূরেই থাকি না কেন,—আমাদের সেই পরমাত্মার মিশ্রিত হওয়াই উদ্দেশ্য।

এ উদ্দেশ্য কিসে পূর্ণ হয়? স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনে মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা হয়, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সংযোগের উপায় কি? এই উপায় উদ্ভাবনের জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যগ্র, আমরা সে বিষয়ের উল্লেখ এখানে করিতে যাইতেছি না। আত্মা আত্মার সন্নিকটবর্ত্তী হয় কিসে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। পরমাত্মার কথা আমরা পরিত্যাগ করিলাম,—সেতো অতি কঠিন কথা ও দূরের কথা। আত্মার দিকে যাহাতে আত্মাকে আকৃষ্ট করে, তাহার প্রকৃতি আমারা যদি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে পরমাত্মা আত্মার মূল কারণ বশতঃ তাহাতেই আমাদিগকে পরমাত্মার নিকট লইয়া যাইবে। পরমাত্মাকে আমরা দেখি না, কিন্তু আত্মা আমরা আমাদের আশে পাশে চারি দিকে দেখি। মানব মানবী মাত্রেরই আত্মা আছে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। যে শক্তিতে মানবের ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সম্মিলন হয় সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে তাহাতেই মানবাত্মাকে পরমাত্মার নিকট লইয়া যাইবে। সুতরাং প্রথমে এই শক্তির আলোচনাই মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এই শক্তির নাম প্রেম। প্রেম কি? এক জনের অন্য আর এক জনের দিকে আকৃষ্ট হইবার নামই প্রেম। একটী জীব আর একটী জীবের দিকে যে শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহারই নাম প্রেম। তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই,—তুমি এক দেশবাসী আমি হয়তো অপর এক দেশবাসী, তুমি হয়তো এক গ্রাম বাসী, আমি হয়তো অন্য আর এক গ্রাম বাসী অথচ আমার মন তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়,—

অথচ তোমায় দেখিলে আমার প্রাণ সন্তোষ লাভ করে। যেন তুমি আমার আপনার লোক বলিয়া প্রতীতি হইয়া হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হয়। এইরূপ আকর্ষণের নামই প্রেম। এক আত্মার অন্য আত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা এবং সেই আত্মার দিকে ধীরে ধীরে গমনের নাম প্রেম।

প্রেমই এ সংসারের বন্ধনি। পশু পক্ষীর মধ্যে প্রেম নাই। তাহারা কেহ কাহারও জন্য ভাবে না, কেহ কাহাকে দেখিতে ব্যাকুল হয় না। একটী পশুর প্রাণ নিরতই আর একটী পশুর প্রাণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য আকৃষ্ট হয় না। প্রেমেই মানুষ সংসারী,—প্রেমেই মানুষ ঘর বাড়ী করিয়া সংসারী, প্রেমেই মানুষ সভ্য ও উন্নত। এমনকি প্রেমের জন্যই মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য। প্রেম না থাকিলে মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকিত না।'

মানবের প্রেম শারীরিক ব্যাপার নহে। মানবের প্রেম আত্মায় আত্মায় আকর্ষণ। ইহা সম্পূর্ণই আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কিন্তু যতদিন মানব জীবিত থাকে, ততদিন আত্মা শরীরকে বাদ দিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। শরীরের ভিতর দিয়া আত্মাকে সকল কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং প্রেম আত্মার কার্য্য হইলেও, প্রেমের বিকাশ শরীরের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই জন্য প্রেমের শারীরিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'এই জন্যই শরীরের সহিত প্রেমের এত নিকট সম্বন্ধ। মানবের শরীর না থাকিলে এসংসারে আর কিছুই থাকে না, সুতরাং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সংসারের মোহ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সে অবস্থায় আমাদের কি হয়, মৃত্যুর পর আমাদের জীবনে কি ঘটে, তাহা

এপর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। যত দিন শরীর আছে ততদিন আমাদের একটা জগতের জ্ঞান থাকে। সেই জ্ঞানাবস্থায় আমাদের প্রেম সম্বন্ধে কি করা উচিত, কিই বা করা উচিত নহে, তাহাই আলোচনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

প্রেম হৃদয়ের ও আত্মার হইলেও এসংসারে শরীরের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। শরীরের আশ্রয় লইয়া প্রেম যে রূপ বিকাশ পায়, সেইরূপ আবার শরীর অবলম্বন না করিয়া ইহার উৎকর্ষ সাধন হয় না। এই জন্য এই পুস্তকে শরীরের সহিত প্রেমের যে যে সম্বন্ধ তাহারই আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ।

হৃদয়ের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ কি তাহা দেখিবার পূর্ব্বে মানব শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সকলের প্রকৃতি কি কি তাহা দেখা প্রয়োজন।

মানবের আন্তরিক বৃত্তি সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—এক "মন," অন্য "হৃদয়।" মনের বৃত্তি বুদ্ধি, মেধা জ্ঞান ইত্যাদি; হৃদয়ের বৃত্তি ভয়, ক্রোধ, সহানুভূতি ভালবাসা প্রভৃতি। মন না থাকিলে হৃদয়ের বৃত্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না। বুদ্ধি মেধা না থাকিলে হৃদয়ের কোন বৃত্তিই প্রকাশ পাইতে পার না। মেধা অর্থে ধারণা শক্তি, মনে যাহা

আইসে তাহা মনে আকর্ষণ করিয়া যে শক্তি রাখে, তাহারই নাম মেধা। যদি মনের ধারণা শক্তি একেবারে না থাকে, তবে হৃদয়ে ভালবাসা কিরূপে থাকিবে। মন যাহার নাই বা মনের উপর যাহার ক্ষমতা বিলোপ পাইয়াছে সে তো পাগল,—তাহার হৃদয়ের উপর কোন অধিকার নাই। যাহা হউক, প্রেমের সহিত মানব আভ্যন্তরিক বৃত্তির কোন গুলির সম্বন্ধ তাহাই প্রথম দেখা যাউক।

হৃদয়ের দুইটী প্রধান বৃত্তি আছে, একটী ভাব (Emotion) অপরটা বোধ (Sensation) ভাব সম্পূর্ণ অভ্যন্তরিক,বৃত্তি ইহা ভিতর হইতে কার্য্য করে; বোধ সম্পূর্ণ বাহিক বৃত্তি, ইহা বাহির হইতেও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্য করে। দয়ামায়া স্নেহ মমতা হৃদয়ের ভাবের বৃত্তি,—ঘ্রাণ, দর্শন, আস্বাদ বা স্পর্শ হইতে হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয় তাহাই বোধ (Sensation)

প্রেমের সহিত এ উভয় বৃত্তিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রেমে (Sensation) বোধ ও (Emotion) ভাব উভয় কার্য্যেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর অবলম্বনে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রেম হৃদয়ে নীত হয়, সুতরাং প্রথমে বোধ (Sensation) কার্য্য করে,—পরে প্রেম হৃদয়ে নীত হইলে তখন ভাব (Emotion) কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয় ও মন আত্মার বৃত্তি বা গুণ,—হৃদয় ও মন ব্যতীত আত্মার আর কোন গুণ বা বৃত্তি আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। মনই আত্মার প্রধান বৃত্তি এবং হৃদয় মনের সহকারী বৃত্তি। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে মন না থাকিলে হৃদয় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। প্রেম

হৃদয়ের বৃত্তি হইলেও ইহা মনের আশ্রয়ীভূত বৃত্তি। বুদ্ধি, বিবেক, মেধা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি না থাকিলে প্রেম কোন ক্রমে জন্মিতে পারে না, জন্মিলেও থাকে না। হৃদয় ও মন উভয়েরই সহিত প্রেমের সম্বন্ধ, তবে মন প্রেম উদ্দীপনার সাহায্য করে,—হৃদয় প্রেমকে আশ্রয় দেয়।

এই জন্য হৃদয়ের ভাব বৃত্তির (Emotion) চারিটী ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি।

(১) ভাবময়ী বৃত্তি, যেমন,—দয়া মায়া ইত্যাদি।

(২) ইচ্ছাময়ী বৃত্তি যথা,—আশা।

(৩) চিন্তাময়ী বৃত্তি যথা,—কল্পনা।

(৪) মিশ্রিত বৃত্তি যথা লালসা, বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ বিবেচনা ইত্যাদি।

এই সকল বৃত্তি গুলির সহিতই প্রেমের বিশেষ সম্বন্ধ। এই সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না হইলে প্রেমের উদ্দীপনা হয় না। এই সকল বৃত্তি গুলি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে, তবে হৃদয় প্রেম ধারণে সক্ষম হয়। ভাবময়ী বৃত্তি সকল যে হৃদয়ে নাই, তথায় প্রেমওনাই। ভাবময়ী বৃত্তি, দয়া মায়া মমতা, সহানুভূতি এ সকল যে হৃদয়ে নাই সে হৃদয় কঠোর ও কর্কশ হয়। কঠোর হৃদয় যে, প্রেম ধারণে বা প্রেমদানে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দয়া মায়া সহানুভূতি প্রেমের উপাদান। আবার ইচ্ছাময়ী বৃত্তি,—যেমন আশা। হৃদয়ে ইহার অভাব হইলে সে হৃদয়ে প্রেমে তিষ্ঠিতে পারে না। আশাতেও লোক বাঁচিয়া থাকে, প্রেমে লোকে সুখের আশা করে। ভালবাসিলে এবং ভালবাসা পাইলে, জীবন সুখে কাটিবে বলিয়াই মনও হৃদয় ভালবাসিতে চায়। সেই জন্যই হৃদয়ে চিন্তাময়ী বৃত্তি,—

কল্পনা প্রেমের উৎকর্ষ সাধন করে। এ জগতে মন যাহা চাহে, সম্পূর্ণ তাহা পাওয়া যায় না,—সুতরাং কল্পনার আবশ্যক। যাহা প্রকৃত নাই, তাহা আছে বলিয়া বিশ্বাস না হইলে প্রেম একেবারে জন্মিতে পারে না। কল্পনার অভাবে প্রেম এক মুহূর্ত্তও থাকে না। প্রেমিক, প্রেমিকার সকলই সৌন্দর্য্য দেখে কেন? প্রেমিক, প্রেমিকার সহস্র দোষ থাকিলে তাহা দেখিতে পায় না। কেন? হৃদয়ে কল্পনা প্রবল হইয়া যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে নিজের মনের মত সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া দেয়। আমরা তখন আর কোন অভাব বা কোন দোষ বা কোন সৌন্দর্য্যের অভাব দেখিতে পাই না।

প্রেমে সুখ আছে,—প্রেমে ভবিষ্যতে শান্তিলাভ হয়,—এই সকল ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে বলিয়া প্রেম স্থায়ী হয়। প্রেম লাভে ভবিষ্যতে সুখলাভ হইবে এ বিশ্বাসও হৃদয়ে আছে। সুতরাং হৃদয়ের এই মিশ্রিত বৃত্তির সহিতও প্রেমের বিশেষ সম্বন্ধ।

ইহাদের প্রকৃতি কি?

এখন দেখা যাউক হৃদয়ের এই চারি প্রকার বিকাশের প্রকৃতি কি? হয় তো অনেকে মনে করিবেন ভালবাসার সহিত এই সকল নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্বন্ধ কি? ইহা অবগত হইয়া আমাদের কি লাভ হইবে, ইহা হইতে আমরা কিরূপে ভালবাসা লাভ করিতে পারিব? অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় প্রেমও একটী বিজ্ঞান। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবগত থাকিলে যেমন অঙ্ক কসিতে পারা যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবগত থাকিলে যেমন কল প্রস্তুত

করিতে পারা যায়, বিদ্যুতকে আনিয়া মানুষের দাস করিতে পারা যায় ঠিক তেমনই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে, যাহা অবগত হইতে না পারিলে প্রেমকে কখনও আয়ত্বাধীন করিতে পারা যায় না। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় প্রেম বিজ্ঞানের ও কতগুলি নিয়ম আছে,—ঐ নিয়ম গুলি যিনি আয়ত্ব করিতে পারেন, তিনিই কেবল প্রেমকে আয়ত্ব করেন। যাহা হইতে প্রেম জন্মে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রেম থাকে, কি করিলে প্রেম লাভ হয় ও দান হয়,—এ সকল জানা থাকিলে নিজের হৃদয়ে বা পরের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপন বিন্দুমাত্র কঠিন নহে। সেই জন্যই আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত নীরস প্রেম বিজ্ঞানের কথা বলিতে হইতেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভালবাসার কথায় কর্কশ বা নীরস কিছুই নাই। যাঁহাদের এ বিশ্বাস নাই, তাঁহারা প্রেমলাভে অপার আনন্দলাভ হইবার আশায় অবশ্যই এ নীরস অংশ পাঠ করিবেন। একটু কষ্ট না করিলে কবে কোথায় সুখলাভ হইয়া থাকে ?

হৃদয়ের ভাবময়ী বৃত্তির প্রকৃতি কি ? হৃদয়ের সকল বৃত্তিরই দুইটী বিকাশ আছে,—একটী বাহ্যিক ও একটী আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক বৃত্তির সহিত শরীরের সম্বন্ধ, সুতরাং শরীর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এ বিষয় আমরা আলোচনা করিব, এক্ষণে কেবল আভ্যন্তরিক বৃত্তির বিষয়ই বিবেচনা করা যাউক।

সকল বৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য,—সুখ ও দুঃখ। সুখের দিকে আকর্ষণ ও দুঃখ হইতে দূরে প্রত্যাখ্যান। বৃত্তি মাত্রেরই এই প্রকৃতি,—যাহাতে সুখের প্রত্যাশা, তাহাতেই মন অধিক আকৃষ্ট হয়, এবং যাহাতে দুঃখ হইবার সম্ভাবনা তাহা হইতেই মন

দূরে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক। দয়া, মায়া, সহানুভূতি ইহাদের প্রকৃতিই ঘাত প্রতিঘাত। কেহ দয়া করিলে দয়া করিতে ইচ্ছা যায়, কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

ইচ্ছাময়ী বৃত্তির সহিত বুদ্ধি, বিবেক, মেধা ইত্যাদির সম্বন্ধ আছে। ইচ্ছাময়ী বৃত্তি (Volitional) উন্মত্ত বা মূর্খের থাকিতে পারে না। যে কখন গাড়ী দেখে নাই তাহার গাড়ী চড়িতে কখন ইচ্ছা হয় না। বন্য জাতির রাজপ্রাসাদে থাকিতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা সম্পূর্ণ শিক্ষাসাপেক্ষ বৃত্তি। তোমার ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছায় প্রভেদ আছে। তোমার যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে, আমার তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না। শিক্ষিত লোকের যাহা ইচ্ছা করে অশিক্ষিতের তাহা করে না। যে প্রেমের মধুরতা'কি, কখন জানে না সে প্রেমের জন্য কখনও ব্যাকুল হয় না। শিক্ষায় মানব উন্নতিলাভ করে; শিক্ষায় মানবের মানবত্ব বৃদ্ধি করে। অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহাদের সহিত পশুর কোনই প্রভেদ নাই। এরূপ জাতির পক্ষে প্রেমলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সে ইচ্ছা করিলে যদি প্রেমলাভে সক্ষম হইত, তাহা হইলে সংসারে আর দুঃখ থাকিত না। হৃদয়ের ইচ্ছাময়ী বৃত্তি,—যাহাতে প্রেম বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ শিক্ষা সাপেক্ষ।

চিন্তাময়ী বৃত্তির প্রকৃতি কাব্য প্রিয়তা এবং ভাব প্রিয়তা। যাহা দ্বারা মনের চিন্তা বহমান হয়, চিন্তাময়ী বৃত্তির তাহাই অবলম্বন। জগতের রচনা কৌশল দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যায়,—যত রচনা কৌশল দেখি ততই মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়, ততই মনে কত ভাবনার উদয় হয়। দার্শনিক আজীবন

ভাবিয়া ভাবিয়া তবুও হৃদয়ে সন্তোষ লাভ করেন না। কবি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন,—তাঁহার মনও প্রাণ একেবারে খুলিয়া যায়। চিন্তায়, তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হয়। চিন্তার পূর্ণ বিকাশের নামই কল্পনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কল্পনা প্রেমের একটী প্রধান অঙ্গ।

লালসা, বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ চিন্তা ইত্যাদি মিশ্রিত বৃত্তির প্রকৃতি অভ্যাস। বলিতে গেলে মানব জীবন অভ্যাসের সমষ্টি। যাহা কিছু অভ্যাস কর,মানবজীবনে তাহাই জীবনের অংশীভূত হইয়া যায়। আজ যাহা তুমি আহার করিলে তাহাতে তোমার মৃত্যু ঘটিল, অভ্যাস সময়ে সেই দ্রব্য আহার তোমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। অহিফেন সেবনে মানুষের মৃত্যু হয়; আবার এই বিষ অহিফেন একবার সেবন করিতে আরম্ভ করিলে এমত সময় আইসে, যখন এই অহিফেন সেবন না করিলে আর প্রাণ বাঁচে না। যে কখনও ভবিষ্যৎ বিষয় ভাবে না, তাহার মনে কখনও ভবিষ্যতের কথা উদিত হয় না,—আর যে ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, যে ভবিষ্যৎ চিন্তার আলোচনা করে, তাহার হৃদয়ে এ বৃত্তি দিন দিন প্রখরতা পায়। বিশ্বাস ও অভ্যাস সাপেক্ষ, আর লালসা তো সম্পূর্ণই অভ্যাস প্রসূত বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লালসা, বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ চিন্তার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ কি ? এবং কিরূপেই বা লালসা বিশ্বাস ইত্যাদি হইতে প্রেমের উদ্দীপনা হয়।

ইহারা কোন্ কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী।

কোন বৃত্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে ইহা কোন্ কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী তাহা বুঝিতে পারা কঠিন কার্য্য নহে। আমরা দেখিলাম এই সকল বৃত্তির প্রধান উপকরণ সুখের প্রত্যাশা,—সুখই সকলের মূল। আমরা আরও দেখিলাম ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ,—এখন দেখা যাউক ঐ সকল বৃত্তির ঐ সকল বিকাশ কিসে হয়। কি করিলে হৃদয়ের চতুর্ব্বিধ বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হয়? ভাবময়ী বৃত্তি সকল পরিচালনা সাপেক্ষ। দয়া মায়ার পরিচালনা করিলে দয়া মায়া মমতা বৃদ্ধি হয়। দয়া মায়া তাচ্ছিল্য করিলে মানুষ ক্রমে নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে। যাহাকে যেমন শিক্ষা দেওয়া যায়, যে যেমন সঙ্গলাভ করে, তাহার চরিত্র সেইরূপ হয়, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। যদি এ সকল স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে হৃদয়ের ভাবময়ী বৃত্তি সঙ্গ ও পরিচালনার বশবর্ত্তী। সুসঙ্গে থাকিলে, সুশিক্ষা পাইলে, এবং এই সকল বৃত্তির পরিচালনা করিলে, হৃদয়ের সমস্ত ভাবময়ী বৃত্তির উৎকর্ষতা হয়।

আমরা দেখিতেছি হৃদয়ের ইচ্ছাময়ী বৃত্তি, বুদ্ধি, মেধা ইত্যাদি সমস্ত শিক্ষার দাস। শিক্ষার চর্চ্চা করিলে এবং জ্ঞানের আলোচনা ও বিদ্যার চর্চ্চা করিলে তবেই হৃদয়ের ইচ্ছাময়ী বৃত্তির উন্নতি হয়।

চিন্তাময়ী বৃত্তি সকল দর্শনের (Observation) দাস। পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল না দেখিলে কখন চিন্তার প্রবাহ হৃদয়ে প্রবাহিত হয় না। দেখার একটু বিশেষত্ব আছে,—পৃথিবীতে

সকলেই দেখে, কিন্তু কয়জন ইহা প্রকৃত দেখিয়া থাকে। কবি যে ভাবে একটী ফুল দেখেন, তুমি আমি সে ভাবে দেখি না,—তিনি সেই ফুলটীতে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, তুমি আমি সেই ফুলটী দেখিয়া সে সৌন্দর্য্য টুকুতো দেখিতে পাই না। দার্শনিক ঐ ফুলের মধ্যে বিধাতার অনন্ত মহিমা দেখেন, তিনি সেই ফুলটি দেখিতে দেখিতে কত কি ভাবেন,—তুমি আমিও তো সেই ফুল দেখি, কিন্তু তুমি আমি উহা দেখিয়াও দেখি না। ভক্ত ফুল দেখিয়া ভক্তেশ্বরকে দর্শন করেন,—অমনি তাহার চক্ষু হইতে ভক্তি ভরে অবিরল ধারে নয়নাশ্রু বহে, কই তোমার আমার তো তা হয় না। কবির সহিত,দার্শনিকের সহিত ভক্তের সহিত আমার প্রভেদ কি? তাঁহারও হস্তপদ, মন হৃদয় আছে, আমারও হস্তপদ মন হৃদয় আছে। প্রভেদ এই তিনি জগৎ দেখেন আমি জগৎ দেখি না। তাঁহারও যে চক্ষু, আমারও সেই চক্ষু,—তবে আমার চক্ষুর ব্যবহার হয় না, তাঁহার চক্ষুর ব্যবহার হয়। হৃদয়ের চিন্তাময়ী বৃত্তি সকলের উন্নতি করিতে হইলে এই দর্শন বা বিশেষ দর্শন (Atentive observation) আবশ্যক; যিনি তাহা না পারেন, তাঁহার চিন্তা শক্তির বিকাশ হয় না। চিন্তা হইতে কল্পনার বিকাশ হয়, কল্পনাই প্রেমের প্রধান অবলম্বন।

এইরূপে মিশ্রিত বৃত্তি সকলের ও কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। লালসা শারীরিক বৃত্তি, বাল্যকালে লালসা থাকে না, বৃদ্ধ বয়সেও থাকে না; যৌবনেই লালসার প্রবলতা, সুতরাং লালসা যৌবন কালীন ইন্দ্রিয় সকলের দাস।

প্রেমোপার্জ্জন।

লোকে মনে করে প্রেমোপার্জ্জন কঠিন নহে। যাহারা প্রেমের প্রকৃতি বুঝে না তাহারাই এরূপ কথা বলিয়া থাকে; পাপী কুচরিত্র লোক, শত চেষ্টা করিলেও কখনও প্রেম উপার্জ্জনে সক্ষম হয় না। যদি প্রকৃত প্রেম উপার্জ্জন করিয়া প্রকৃত প্রেমিক হইতে চাও, তবে প্রথম নিজ হৃদয়কে উন্নত কর, হৃদয় হইতে পাপকে দূরীকৃত কর, হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন কর। আমরা উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, প্রেম উপার্জ্জনের জন্য আপনাকে পুণ্যবান ও সুশিক্ষিত করিতে হইবে। সম্পূর্ন না হউক, কতক পরিমাণে কবি ও দার্শনিক হইতে হইবে। এসংসারে প্রেমই একমাত্র সুখের বিষয়, প্রেম লাভ একমাত্র সুখের কার্য্য,যে যে যদি প্রেমোপার্জ্জনে সক্ষম হইবে,তবে আর সাংসারিক ভাল মন্দের প্রভেদ থাকিবার প্রয়োজন কি! পৃথিবীতে কোন বিষয়ের উপযুক্ত না হইতে পারিলে কখন ও সেই বিষয় লাভ করিতে পারা যায় না; উপযুক্ত হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য।

যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, সেই কেবল প্রকৃত মনুষ্যের উপার্জ্জনীয় বিষয়,—প্রেম উপার্জ্জনে অধিকারী হয়, অন্য আর কেহই প্রেম উপার্জ্জন করিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস প্রকৃত মানুষ ভিন্ন অন্য আর কাহারও দ্বারা প্রেমোপার্জ্জন সম্ভব নহে। প্রকৃত মানুষ কে? মানুষতো সকলেই, অরণ্যবাসী সাঁওতাল গারোও মানুষ আর সুসভ্য ইউরোপীয় বাসী শিক্ষিত ইংরাজ ও মানুষ, এ উভয়ে কি প্রভেদ নাই? নরমাংসভোজী অসভ্য দেশবাসী ও

নিরামিশভোজী আর্য্য ঋষি, এ উভয়েইতো মানুষ, তবে এ উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন? শরীর সম্বন্ধে সকল মানুষই সমান। শরীর সম্বন্ধে গারোতে ইংরাজে প্রভেদ নাই, অসভ্য দেশবাসীতে আর আর্য্য ঋষিতে প্রভেদ নাই। কিন্তু মানবের শরীরই তো সকল নহে। মানবের পক্ষে শরীর কেবল আশ্রয় ও অবলম্বন স্থল মাত্র। যে মানুষের অভ্যন্তরে হৃদয় ও মন যত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, সেই মানবের ততই মনুষ্যত্ব বাড়িয়াছে। যখন শিক্ষা, পরিচালনা, চর্চ্চা ইত্যাদির সাহায্যে মানব মন ও হৃদয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, মন ও হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন সুপ্রবৃত্তি সকল বিকাশ পাইয়াছে, তখনই মানব প্রকৃত মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কি কি হইলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। মানুষের উৎকর্ষ লাভ যে কতদূর হইতে পারে, তাহাও এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারেন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, মানুষ শিক্ষিত ও সুসভ্য হইলেই তাহাদের প্রেমোপার্জ্জনের অধিকার জন্মে। আমরা উপরে হৃদয়ের যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির কথা বলিয়াছি, উহারা হৃদয়ে বিকাশ পাইলেই, মানবের প্রেম উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত প্রেম লাভের ইচ্ছা করা বৃথা, সেরূপ অন্যায় ইচ্ছা করিলে, সে ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হয় না।

যত দিন মানুষ সুচরিত্র ও সুশিক্ষিত না হয়, ততদিন তাহাদের প্রেম শরীরেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, ততদিন সে প্রেমকে পাশব প্রবৃত্তি বলিলেও অন্যায় হয় না। সে প্রেম কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। শরীরের সহিত মানবের সম্বন্ধ তো অতি অল্প কালের জন্য, শরীর তো আজ আছে, কাল নাই। এরূপ

স্থলে যে প্রেম, শরীর অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাতে শরীরের সুখ ব্যতীত মানসিক সুখ কখনও জন্মে না। সে প্রেম শরী-রের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর হয়, শরীরের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার পরিবর্ত্তন হয় এবং শরীরের ন্যায় দেখিতেদেখিতে লোপ পায়। এরূপ প্রেম মানবের উপার্জ্জনীয় নহে। পাশব প্রবৃত্তি শিখিতে হয় না,—ইহা উপার্জ্জন করিতে হয় না,পাশব প্রবৃত্তি আপনিই জন্মে। কিন্তু প্রেম আপনি জন্মে না। অতি কষ্টে, অতি যত্নে, অনেক আয়াসে তবে প্রেম লাভ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শরীরের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরীরকে বাদ দিয়া মানব কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এই জন্য প্রেম ও শরীর বাদ দিয়া জন্মে না। প্রেম মাত্রেই শরীর অবলম্বন করিয়া জন্মে। অপ-রের শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, সেই সৌন্দর্য্য নয়নের ভিতর দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে,—তাহাতেই আমাদের হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপন হয়। সুতরাং শরীরের সহিত প্রেমের প্রধান ও বিশেষ সম্বন্ধ। শরীর না থাকিলে প্রেম জন্মিবে কি রূপে? হৃদয়ে প্রথমেই কখনও ভাবের (Emotion) উদ্রেক হয় না। প্রথম বাহ্যিক বস্তুর সাহায্যে

বোধ (Sensation) জন্মে, পরে বোধের সাহায্যে ভাবের উদয় হয়।

প্রথমে দেখা যাউক (Sensation) বোধ কি! বাহ্যিক বস্তুর যে জ্ঞান, কোন শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে ও হৃদয়ে লইয়া গিয়া একটা ভাবের উদয় করে, তাহারই নাম "বোধ।" এই জন্য শারীরিক বোধ ইন্দ্রিয়কে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) দর্শন (২) শ্রবণ (৩) ঘ্রাণ (৪) স্বাদ (৫) স্পর্শ। কিন্তু সুখ দুঃখ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে, এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যতীতও আমাদের সুখ দুঃখের বোধ হয়, যেমন,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উষ্ণতা ইত্যাদি। ইহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নাই, অথচ ইহারা সুখ বা দুঃখ প্রধান করিতে পারে। তৃষ্ণায় কষ্ট হয়, তৃষ্ণার পর জল পানে সুখ বোধ হয়। ইহাদিগের সমষ্টিকেও একটা ইন্দ্রিয় বলা কর্ত্তব্য। ইংরাজ দার্শনিকগণ ইহাকে "অঙ্গেন্দ্রিয়" (Sensations of organic life) বলিয়াছেন। যেমন পঞ্চে-ন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রেমের উদ্রেক হয়, তেমনই প্রেম উদ্দী-পনার জন্য এ ইন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন। এই "অঙ্গেন্দ্রিয়কে" আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক "মাংসপেশী" (muscle) সম্বন্ধীয় ইন্দ্র অপর "তন্ত্রী" (Nerve) সম্বন্ধীয় ইন্দ্র। ক্লান্তির কষ্ট ও বিশ্রামের সুখ, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপ-লব্ধি হয়। মানসিক ক্লান্তি, মনের অবশতা এবং মনের মত্ততা (Excitement) তন্ত্রী সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান জন্মে। প্রেমে যে মত্ততা জন্মে এই ইন্দ্রিয় না থাকিলে সে মত্ততা উপলব্ধি করিতে আমরা একেবারেই পারিতাম না।

স্বাদ।

স্বাদ ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রেমের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কিছুই নাই। আহারীয়ের স্বাদ উপলব্ধি করিবার জন্যই স্বাদ ইন্দ্রিয়ের প্রধানতঃ আবশ্যক, জিহ্বাই স্বাদ গ্রহণের অঙ্গ। জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু (Papillae') আছে, উহাদের সহিত তন্ত্রী মণ্ডলী সংযুক্ত, এবং ইহারই সাহায্যে মানবের স্বাদ জ্ঞান হয়। আমরা প্রেম রঙ্গে লিখিব প্রেম উদ্দীপনার জন্য বাহ্যিক কি কি বিষয়ের প্রয়োজন। এখানে এই মাত্র বলি যে, প্রেমের কতকগুলি আনুসঙ্গিক বিষয় আছে, উহাদের অভাবে প্রেম জন্মে না, যেমন,—তিক্ত বা অন্য কোন রূপ স্বাদের পক্ষে কটু দ্রব্য আহার করিলে প্রাণে স্ফূর্ত্তি থাকে না, মনে উৎসাহ থাকে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও যেন কেমন অবশ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কিছুই ভাল লাগে না, প্রেম তো দূরের কথা। হৃদয়ের এরূপ অবস্থায় প্রেম জন্মে না, জন্মিলেও থাকিতে পারে না। এই জন্য বলি স্বাদ ইন্দ্রিয় প্রেমোপার্জ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও স্বাদও নিতান্ত প্রয়োজন।

ঘ্রাণ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঠিক এই রূপ। প্রেম সম্বন্ধে ঘ্রাণের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু প্রেম ধারণা করিবার জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় হৃদয়কে যেরূপ প্রস্তুত করিয়া তুলে, তেমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। নাসিকাই ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়, নাসিকার ভিতর সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে (Membrane) ঐ চর্ম্মে কোন গন্ধ গিয়া স্পর্শিত হইলে উহার উপলব্ধি জন্মে। গন্ধ দুই প্রকার সুগন্ধ ও

দুর্গন্ধ; দুর্গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে কষ্ট হয়, আর সৌগন্ধ প্রাণকে মাতাইয়া তুলে। দুর্গন্ধে প্রপীড়িত হইলে, তথা হইতে পলাইতে ইচ্ছা যায়,—মনও হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়। যেমন কটু আহারে হৃদয়, প্রেম গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়, ঠিক সেই রূপ দুর্গন্ধেও হৃদয়,প্রেম গ্রহণে বা রক্ষণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত স্মরণ শক্তির বিশেষ সম্বন্ধ। যাহার যত স্মরণ শক্তি প্রবল তাহার তত ঘ্রাণশক্তিও প্রবল। এমনকি আমরা অনেক সময়ে স্মরণ শক্তির সাহায্যে গোলাপের মধুর গন্ধ বা আতরের সৌগন্ধ হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারি। যাহারা প্রেম উপার্জ্জনে ইচ্ছুক, তাঁহাদের এই কথাটা মনে করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রেম যেমন প্রকৃত মানুষ না পাইলে, অন্য কাহারও হৃদয়ে আসে না, সেইরূপ সৌগন্ধ ইত্যাদি আনুসঙ্গিক উপকরণ না পাইলেও বৃদ্ধি পায় না। প্রেম লাভ করিতে হইলে অনেক সময়ে চেষ্টা করিয়া, প্রেমের আনুসাঙ্গিক বিষয় সকলের আয়োজন করিতে হয়।

দর্শন।

দর্শন ইন্দ্রিয় প্রেমের প্রধান অবলম্বন। বিনা দর্শনে প্রেম জন্মে না। চক্ষুই দর্শনের অঙ্গ। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা এবং তন্ত্রী ও মাংশপেশী এই তিনের একত্র সমাবেশে দৃশ্য বিজ্ঞানের (Optical) সুকৌশলে দর্শন জন্য হৃদয়ে কতকগুলি ভাবের উদয় হয়। আমরা পদার্থ দেখি,—যাহার গঠন আছে, যাহা জড়, তাহাই কেবল আমরা দেখিতে পাই। প্রথম আমর

দেখি আলোক, রং ও উজ্জ্বলতা,—ইহা তন্ত্রী মণ্ডলীর সাহায্যে উপলব্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখি গঠন, গতি, আকার, দূরতা, অবস্থা। কোন্‌টী কিরূপ ভাবে আমরা দেখিতে পাই, তাহা এ পুস্তকে বর্ণন অসম্ভব,—তবে প্রেমের সাহায্যের জন্য রং, উজ্জ্বলতা, গঠন, গতি ইত্যাদির যে প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যেমন জিহ্বার কটুস্বাদে বিরক্তি এবং মিষ্ট স্বাদে আনন্দ জন্মে, ঘ্রাণেও ঠিক সেই রূপ হয়। আর দর্শনেও ঠিক এই রূপ দুই ভাব হৃদয়ে উদয় হয়। কতকগুলি ভাল রং কতকগুলি মন্দ রং, কোন গঠনটী ভাল কোনটী আবার মন্দ। যে গঠনটী ভাল সেইটীতেই নয়নের তন্ত্রী মণ্ডলী ও মাংশপেশী যেন, বিশ্রাম লাভ করিয়া হৃদয়ে সন্তোষ দান করে। সকলের তন্ত্রী মণ্ডলী ও মাংসপেশী একই রূপ নহে,—দুই জনের আকার এসংসারে এক রকম হয় না,—তাহাতেই সকলের চক্ষে সকল ভাল লাগে না।

শ্রবণ।

কর্ণই শ্রবণেন্দ্রিয়। কর্ণ-দ্বারা শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক করে। কোন বস্তু আঘাত পাইলে কম্পিত হইতে থাকে, ঐ কম্পন (vibration) হইতে বায়ু মণ্ডলে কম্পন হয়। তখন ঐ বায়ু কর্ণস্থ অতি সূক্ষ্ম পটহ নামক চর্ম্মে আঘাতিত হইলে মনে শব্দবোধ হয়।

শব্দ ও কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে দুই ভাবে প্রকাশ পায়,—এক কর্কশ স্বর, অপর মিষ্ট স্বর। কর্কশ স্বর শুনিতে ভাল লাগে না,—মিষ্টস্বর শুনিলে প্রাণ মোহিত হয়।

মনুষ্য জাতি দুই প্রকারে হৃদয়ের সুখ ও দুঃখ প্রকাশে সক্ষম,—তাহারা হাসিয়া হৃদয়ের আনন্দ জানায়, আর কাঁদিয়া হৃদয়ের দুঃখ প্রকাশ করে। যাহার শ্রবণ শক্তি নাই, সে অপরের হাসি কি কান্না কিছুই শুনিতে পায় না,—সুতরাং অপরের দুঃখেও তাহার দুঃখ হয় না, অপরের সুখেও তাহার সুখবোধ জন্মে না। দর্শনশক্তি না থাকিলেও কেবল শ্রবণশক্তির সাহায্যে অপরের প্রতি ভাল বাসা জন্মে; কেবল কথা শুনিয়াও প্রাণমুগ্ধ হয়। সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিটন সাহেবের "নিডিয়া" চরিত্র, ইহার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত। নিডিয়া জন্মান্ধ, অথচ তাহার হৃদয় পরের জন্য পাগল।

স্পর্শ।

স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারাও বাহ্যিক সুখ হৃদয়ে নীত হয়। চর্ম্মই স্পর্শেন্দ্রিয়ের অঙ্গ,—কোন স্থূল পদার্থের (solid substances) সহিত মানব চর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে একটা বোধ হৃদয়ে উদিত হয়। কিন্তু দর্শন ও শ্রবণের ন্যায় স্পর্শ, বাহ্যিক দ্রব্যের সৌন্দর্য্য বা বাহ্যিক শব্দের মধুরতা হৃদয়ে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় না। অথচ স্পর্শে যে সুখ উপস্থিত হয়, সেরূপ সুখ আর কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না।

আমরা সকলেই দেখিতে পাই, কোমল বস্তু স্পর্শ করিলে আমাদের সুখ হয়, আর কঠিন বস্তু স্পর্শ করিলে আমাদের ক্লেশ জন্মে। আবার সেই কোমলতার সহিত যদি একটু ঈষৎ উষ্ণত্ব মিশ্রিত থাকে, তবে আরও অধিক সুখ বোধ হয়। এই জন্য পুরুষ, স্ত্রীর নবনীত সদৃশ কোমল অথচ উষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করিলে এত আনন্দ লাভ করিয়া থাকে

মস্তিষ্ক ও তন্ত্রী মণ্ডলী।

এই যতগুলি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিলাম, সকল গুলিতেই হৃদয়ে সুখ দুঃখ দুই জন্মে; কিন্তু এ ইন্দ্রিয় সকল, কতকগুলি অঙ্গের কার্য্য। এই সকল অঙ্গ জড় জগতের অংশ; আর মন ও হৃদয় আধ্যাত্মিক জগতের বৃত্তি। জড় ও আত্মায় সম্বন্ধ করিবার জন্য, শরীরের কথা মনে লইয়া যাইবার জন্য, মানব শরীরে একটী অত্যাশ্চর্য্যজনক যন্ত্র আছে। ইহাকে মস্তিষ্ক ও তন্ত্রী মণ্ডলী (nervous system) বলে, যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এবং তন্ত্রী মণ্ডলী অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে তাহার হৃদয়ে কোন ভাবেরই উদয় হয় না। সে কখন ভালবাসিতে পারে না।

মস্তিষ্ক মস্তকস্থ নাতি তরল পদার্থ। মন ও হৃদয়ের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে আর চিন্তাকরা যায় না,—তখন মনের সমস্ত বৃত্তি জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যায়। আবার হৃদয়ের সহিত ও যে মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা প্রেমিক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রেমে বঞ্চিত হইয়া অনেককে সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

মস্তিষ্ক হইতে সর্ব্ব শরীরে,—শরীরের সকল স্থানে অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সকল আছে। এই সকল অতি সূক্ষ্ম শিরার মধ্য দিয়া মানবের জীবনি শক্তি বহমান হইতে থাকে, ইহাকে অনেকে তাড়িত প্রবাহ (nervovital fluid) ও বলিয়া থাকেন। মন ও হৃদয়ের সহিত শরীরের সম্বন্ধ ইহারাই করিয়া দেয়। সকলেই দেখিয়াছেন, হৃদয়ে ক্রোধ জন্মিলে যেন সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে,—সমস্ত শরীরে যেন কোথা হইতে বল আইসে। মন ও হৃদয় নিজ নিজ ইচ্ছা ও

ভাব এই তন্ত্রী মণ্ডলীর সাহায্যে শরীরে প্রকাশ করে। ভিতর হইতে মনও হৃদয় যেরূপ শরীরের উপর কার্য্য করে, ঠিক সেইরূপ বাহির হইতে, শরীরও এই তন্ত্রী মণ্ডলীর সাহায্যে হৃদয় ও মনে কার্য্য করে; দৃষ্টান্ত স্ত্রী পুরুষ সহবাস। সহবাসে শরীরে শরীরে ঘাত প্রতিঘাতে তন্ত্রী মণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠে,—অমনি শরীরের অবস্থা হৃদয়ে যাইয়া প্রতিবিম্বিত হয়। এই সকল দেখিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, তন্ত্রী মণ্ডলীই হৃদয়কে উত্তেজিত করিবার একমাত্র যন্ত্র। তাহা হইলে প্রেম উপার্জ্জনের ইচ্ছা করিলে সর্ব্ব প্রথম শরীরের তন্ত্রী মণ্ডলী ও মস্তিষ্ককে সুস্থাবস্থায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যখন শরীরের সমস্ত অঙ্গে স্বাস্থ্য বিরাজ করে, যখন মস্তিষ্ক ও তন্ত্রী মণ্ডলী প্রকৃতিস্থ রহে,—যখন ইন্দ্রিয় সকল প্রবল থাকে, তখনই প্রেম উপার্জ্জনের কাল। যৌবনে মস্তিষ্ক ও তন্ত্রী মণ্ডলী সম্পূর্ণ সতেজ হয়, ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হয়, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,—এই জন্য যৌবনই প্রেমলাভের কাল। কারণ এই সময়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ে প্রতি বিম্বিত হয়।

কোন্ কোন্ অঙ্গের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ।

আমরা এতক্ষণ এক জনের কথা বলিয়াছি,—কিন্তু প্রেম উপার্জ্জন একা হয় না। প্রেম ব্রতে দুই জন পূজক প্রয়োজন। যিনি ভাল বাসিবেন তাঁহার মন ও শরীরের কিরূপ অবস্থা

থাকিবে, তাহার কোন্ কোন্ অঙ্গের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ,শরীর ও হৃদয়ের সাহায্যে তাহাতে কিরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হয়, আমরা এতক্ষণ তাহারই কথা বলিয়াছি। এক্ষণে যাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহার কোন্ কোন্ অঙ্গের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ তাহাই বলিব।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি পঞ্চ ইন্দ্রেয়ের সহিতই হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয় রূপ দ্বার ব্যতীত প্রেম হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না,—সুতরাং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তবেই প্রেম জন্মিয়া থাকে। দর্শনেন্দ্রিয়, সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়। মুগ্ধ হওয়াই প্রেমের মূল। কোন কারণে না কোন কারণে মুগ্ধ না হইলে এ সংসারে কাহারই হৃদয় প্রেম লাভ করিতে পারে না।

নয়নের প্রিয় বিষয় কি ? রং; গঠন, গতি ইত্যাদি। নয়ন সর্ব্ব প্রথম সমস্ত পদার্থটীর উপর পড়ে। প্রথমেই সে, শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের কুরূপ বা সুরূপ কিছুই দেখিতে পায় না। সর্ব্ব প্রথমেই তাহার চক্ষে রং প্রতিভাসিত হয়। ঐ রং যদি নয়ন আকর্ষণে সক্ষম হয়, তবেই অপরে তখন তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়। নয়ন কোমল স্নিগ্ধ রং ভালবাসে, এই জন্য এ সংসারে কাল রং কেহ পছন্দ করে না। কিন্তু অনেকে বলিবেন, আমাদের দেশেতো আর সকলেই য়িহুদিদিগের মত সুন্দর নহে, তাহাদের উপায় কি ? তাহাদের কি কেহ ভাল বাসিবে না ? রং কাল হইলেই যে মন্দ হইল এরূপ নহে, যে কাল রংয়ে স্নিগ্ধতা আছে, সে কালরং চম্পক বিনিন্দিত রং অপেক্ষা ভাল। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের কালরূপ গোপিনীদিগের এত মন ভুলাইতে পারিয়াছিল।

দ্রৌপদি কাল ছিলেন। কিন্তু সেই কাল রংই তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল। আমরা আশে পাশে যে কাল দেখিতে প্রাই তাহাতে স্নিগ্ধতা নাই, তাহাই আমরা কালরংএ এত ঘৃণা করি। কিন্তু যিনি কাল, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার রংএ স্নিগ্ধতা আনয়ন করিতে পারেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইহার একটী প্রধান উপায়।

রংয়ের পরই আমাদের দৃষ্টি গঠনের উপর পতিত হয়। রং সহস্র উৎকৃষ্ট হইলেও গঠনের অভাবে সে রং কোন কাজে আইসে না। যাহা যেরূপ হওয়া উচিত তাহার পূর্ণ স্থায়িত্বের নাম সুগঠন। একটা বিষয় দেখিলে মানুষ কল্পনার সাহায্যে তাহার পূর্ণ বিকাশের অবস্থা না হউক, তাহার বিশেষ উন্নতি ও উৎকর্ষতার অবস্থা মনে মনে ভাবিয়া লইতে পারে। একটী আম্র বৃক্ষের চারা দেখিলে পরে সেই বৃক্ষটী কিরূপ হইবে, তাহা অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন। আমরা নাসিকা দেখিয়া থাকি, খেঁদা নাক যে নাকের গঠন নহে, তাহা আমরা জানি। নাসিকা দেখিয়া নাসিকার উৎকর্ষ কি, তাহা কতক ভাবিয়া লইতে পারি, এই জন্য সুগঠিত নাসিকা। না দেখিলে আমরা কখনই মুগ্ধ হইতে পারি না। শরীরের অপরাপর সমস্ত অঙ্গ সম্বন্ধেও ঠিক এই রূপ। বাহুর উৎকর্ষ হইলে সুগোল হয়, ইহা আমরা আপনা আপনই জানিতে পারি, সুতরাং সুগোল বাহু না দেখিলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয় না।

গতি সম্বন্ধে ও এই রূপ। যাহাতে আমাদের তন্ত্রী মণ্ডলীকে এককালে উত্তেজিত না করিয়া ফেলে, তাহাতেই আমাদের আনন্দ জন্মে। যে নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় চলে বা হস্তপদ

সেইরূপ চঞ্চলতার সহিত নাড়িতে চাড়িতে থাকে, তাহাকে দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করি না। সে কি করিতেছে, কি না করিতেছে, বুঝিতে বুঝিতে আমাদের তন্ত্রীমণ্ডলী আলোড়িত হইয়া উঠে। আর সে ধীরে ধীরে মন্দ গমনে চলে, ধীরে হাত পা নাড়েন, তাহাকে দেখিলে সর্কলেরই আনন্দ জন্মে। যদি অপরকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার প্রেমলাভে ইচ্ছুক হও, তবে সর্ব্ব প্রথম উপরোল্লিখিত কয়টী বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন কর।

দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ হইল, শ্রবণ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। কোন্ কোন্ শব্দ আমরা ভালবাসি, কোন্ কোন্ শব্দ আমাদের মধুর বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সেই রূপ মধুর শব্দের উদ্দীপন করিতে পারিলেই মানুষকে মুগ্ধ করিতে পারা যায়। মানবের শব্দ উচ্চারণের নাম বাক্য,— ইহার দুইটী প্রকৃতি আছে, একটী ইহার প্রকৃতি গত, অপরটী ইহার শব্দ গত। বাক্যের দুইটী প্রকৃতিই মধুর হওয়া আবশ্যক, নতুবা বাক্যে কখনও কাহাকে মোহিত করিতে পারে না। শব্দগত প্রকৃতিতে শব্দের মধুরতা সম্পাদন এবং প্রকৃতি গত ভাবে বাক্য হৃদয়ে যাইয়া কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন না করে, ইহাই দেখিতে হইবে। যে ধীরে ধীরে কথা হয়, গলা মধুর করিতে প্রয়াস পায়, তাহার বাক্যে শব্দগত মধুরতার অভাব হয় না,—কিন্তু অনেক সময়ে শব্দ মধুর হইলেও বাক্য মধুর হয় না। দাম্ভিকতা পূর্ণ বাক্য, বা অহঙ্কার পূর্ণ বাক্য, বা রাগ ও বিরক্তিপূর্ণ বাক্যে গলা সহস্র মিষ্ট হইলেও হৃদয়ে গিয়া মিষ্ট লাগে না। নম্রতা, সৌজন্যতা ইত্যাদি হৃদয়ের কতকগুলি কোমল বৃত্তিকে আমরা ভালবাসি,—যাহার বাক্যে

এই সকল বৃত্তির বিকাশ না হয়, তাহার বাক্য আমাদের কর্কশ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বাক্যে শব্দ ও ভাবের মধুরতা থাকিলে তবেই প্রেম উদ্দীপিত হয়। প্রেমের সহিত ইহারই সম্বন্ধ।

স্পর্শ সম্বন্ধেও এই রূপ। যে যে অঙ্গ স্পর্শ করিলে তন্ত্রী মণ্ডলী সহজেই উত্তেজিত হয় এবং ঐ উত্তেজনার আলোড়ন না ঘটে, তাহাতেই হৃদয়ে সন্তোষ দান করে ও প্রেমের উৎকর্ষতা সম্পাদন করে।

স্বাদ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রেম উদ্দীপনার জন্য যদি ও নিজ শরীরে কিছুই করিতে পারা যায় না,—কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের সন্তোষ জনক অন্যান্য বিষয়ের আয়োজন কর্ত্তব্য। উপাদেয় দ্রব্য আহার ও সৌগন্ধ দ্রব্যের আয়োজন প্রেমের জন্মদানে অক্ষম হইলেও প্রেমকে উদ্দীপনী করিয়া ইহার উৎকর্ষতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্বাভাবিক আকুলতা।

কতকগুলি শারীরিক কার্য্য আছে, যাহার সহিত মনের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই,—যাহার জন্য পার্থিব ও বাহ্যিক কোন কার্য্য বা বিষয় প্রয়োজন হয় না। ইহারা শরীরের ভিতর আপনা আপনিই জন্মে। যেমন,—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যে মূর্খ বা যে উন্মত্ত তাহার ও সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয়। ক্ষুধা হইলে যে আহার আবশ্যক, মানুষকে তাহা শিখিতে হয় না, এ জ্ঞান মানুষ আপনিই শিখিতে পারে। তৃষ্ণা হইলে যে জল

পান করিলে তৃষ্ণা যায় এ জ্ঞান মানবের স্বাভাবিক জ্ঞান। এইরূপ স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন ইচ্ছা, মানবের একটী স্বাভাবিক আকুলতা। যৌবনকালে যখন সকল ইন্দ্রিয় প্রবল হয় এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পূর্ণতা পায়, তখন মানবের এ আকুলতা ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় আপনা আপনই হয়। এ আকুলতার কিসে শান্তি হয় তাহাও মানবকে শিখিতে হয় না; মানবের সে জ্ঞান ও স্বাভাবিক জ্ঞান। এই স্বাভাবিক আকুলতার পরিতৃপ্তির জন্য নর নারী পরস্পরের দিকে পরস্পরে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই প্রেমের প্রথম সোপান। দুইটী শরীর নিকটস্থ হইলে তখন দুইটী হৃদয় ও এক হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। ইহা কিরূপে হয় তাহাই আমরা পরে লিখিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শরীরের বাহ্যিক ভাব ও মানসিক বৃত্তি।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ। শরীরের ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যে একটী "ভাবের" সৃষ্টি হয়। ঐ ভাবটী মনে নীত হয়। মনে উহা নানারূপে পরীক্ষিত হয় তবে হৃদয়ে উপস্থিত হইতে পারে। মনে করুন, এক জনের রূপে আমি মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আমার ভালবাসা জন্মিতে পারে না। মনের বৃত্তি বুদ্ধি তাহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবে, মেধা তাহাকে ধারণা করিয়া রাখিবে, বিচার (Judge-

ment) তাহার ভালমন্দ বিচার করিবে; কল্পনা তাহার সৌন্দর্য্য আরোপ করিবে, সদসদ জ্ঞান (Reason) তাহাকে পরীক্ষা করিবে। তবেই সে ভালবাসা হৃদয়ে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইবে। যদি ইহাদের সকলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তবেই তাহার জয়, নতুবা কখনও ভালবাসা জন্মিতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয়, শরীরের বাহ্যিক ভাবের সহিত মানসিক বৃত্তির সম্মিলনে তবে প্রেম জন্মে।

প্রথম দেখা যাউক শরীরের বাহ্যিক ভাব কি, পরে দেখিব মানসিক বৃত্তি গুলিরই বা প্রকৃতি কি, তৎপরে তাহাদের সম্মিলন কি নিয়মে ঘটে তাহাই দেখা যাইবে।

কোন একটী বস্তু দেখিলে,প্রথম বস্তুটীর অস্তিত্বের "বোধ" (Sensation) তন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে হয়। অমনি তন্ত্রীর সাহায্যে মনে যাইয়া প্রতিবিম্বিত হয়, মনের ভিতর দিয়া গিয়া তবে হৃদয়ে তাহার একটী ভাব (Emotion) পড়ে। ভাব সুখের ও দুঃখের দুই প্রকারেরই হইতে পারে। যদি সুখের ভাব হয়, তবে মেধা ঐ ভাবকে মনে ধারণা করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, আর যদি দুঃখের ভাব হয়, জ্ঞান উহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ, ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় হইতেও ঠিক এইরূপে হৃদয়ে ভাবের (Emotion) উদয় হয়।

বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার, কল্পনা এবং মেধার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতি। বুদ্ধির প্রকৃতিগত ভাব না হইলে বুদ্ধি, সে ভাব গ্রহণ করে না। এইরূপ মেধা, কল্পনা, বিচার ইত্যাদির প্রকৃতিগত ভাব না হইলে তাহার ভাব গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই জন্যই প্রেমে এত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারি

দিকের সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া কাজ করাই বুদ্ধির প্রকৃতি; যাহার বুদ্ধি আছে, সে সহসা একটা কুকাজ করিয়া বসে না। ভাল মন্দ দেখা, সদসদ জ্ঞানের প্রকৃতি,—জ্ঞানী ব্যক্তি কোন্ বিষয়টী ভাল ও কোন্টাই বা মন্দ ইহা দেখেন। যাহার মেধা আছে, সে সকল বিষয়ই স্মরণ রাখিতে পারে। তর্ক বিতর্ক করিয়া একটা স্থির করা বিষয়ের প্রকৃতি, আর জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নের সৃষ্টি করা কল্পনার প্রকৃতি। বুদ্ধি জ্ঞান ও বিচার প্রেমের প্রথম অবস্থার শত্রু বলিলেও অন্যায় হয় না। প্রেমের প্রথমে শারীরিক আকুলতা ও কামনা প্রবৃত্তি দুইটী হৃদয়কে এক স্থানে লইয়া আইসে, তখন যদি বুদ্ধি জ্ঞান বা বিচার নিজ নিজ প্রকৃতিগত স্বভাব বশতঃ প্রেমের বিচার ও তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করে, তবে প্রেম হৃদয়ে তিষ্ঠিতে পারে না। প্রেমের প্রথমে মেধা ও কল্পনা আবশ্যক। বাহ্যিক বস্তু হইতে যে, ভাবটুকু হৃদয়ে আসিল, মেধা অমনি তখনই সে টুকুকে হৃদয়ে আঁকিয়া ফেলিল। যে মুখখানি নয়ন দেখিয়া, যে গলা খানি কর্ণ শুনিয়া, যে হস্ত স্পর্শেন্দ্রিয়ে স্পর্শিত হইয়া, ভাব মনে আসিল মেধাই কেবল সেই মুখখানি, সেই গলার স্বরটী, সেই স্পর্শ সুখ টুকু হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিতে পারে। যদি মেধা এ কার্য্য না করে, তবে তো প্রেমের প্রথম বীজ ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল;—সে তো রোপিত হইতে পারিল না।

মেধা প্রেম বীজ রোপন করিতে পারে সত্য কিন্তু ইহাতে জল সেচন করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। প্রেম বৃক্ষের মালিনী কল্পনা সুন্দরী। যে মুখখানি, যে গলার স্বরটী মেধা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিল কল্পনা বসিয়া বসিয়া তাহাতে রং ফলাইতে আরম্ভ করিল; ক্রমে সেই মুখ খানিতে সে শত সহস্র

প্রকার সৌন্দর্য্যের আরোপ করিল, সে সেই গলার স্বরে মন ঢালিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল,—ক্রমেই হৃদয় প্রেমে একেবারে ভরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন আর প্রেমিক প্রেমপাত্রের সহস্র দোষ থাকিলেও দেখিতে পায় না, কারণ তখন কল্পনা বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। যখন প্রেমের এইরূপ অবস্থা হইল তখন বিচারের আবশ্যক। তখন বিচার করিয়া দেখিতে পাইবে প্রেমেই সুখ, সুতরাং প্রেম গ্রহণীয়; বুদ্ধি তখন দেখিবে প্রেম লাভই সুখোপার্জ্জনের একমাত্র পথ, সুতরাং প্রেম গ্রহণীয়। জ্ঞান তখন ভবিষ্যতে সুখের প্রেম ভিন্ন অন্য উপায় নাই দেখিয়া ভাবিবে,—প্রেমই গ্রহণীয়।

ইহাকেই "ভাবের" সহিত মানসিক বৃত্তির সম্মিলন বলা যায়।

যদি নিজের হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি বিচার ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি সকলকে সমিত করিয়া যাহাতে মেধা ও কল্পনা বৃত্তি প্রবল হয়, তাহাই করিতে হয়। ইহা কঠিন কার্য্য নহে। আমরা সকলেই দেখিয়াছি মন ও হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিকেই দমন করা যায়। ইচ্ছা করিলে হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর বৃত্তি ক্রোধকেও দমন করা যায়। যখন ক্রোধ ও লালসা প্রবৃত্তি দমন হয় তখন বুদ্ধি ও বিচারের দমন কিছু কঠিন নহে। বরং ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিকে দমন করিতে হইলে বহু দিবস ব্যাপী চেষ্টা ও আয়াস প্রয়োজন, এ সকল বৃত্তির দমনের জন্য তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। এই সকল বৃত্তির পরিচালনায় একটু অবহেলা করিলেই ইহারা সমিত থাকিবে।

আর ইহাও সকলে দেখিয়াছেন যে হৃদয়ের একটী বৃত্তি প্রবল হইলে অন্যান্য বৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যাহার হৃদয়ে

কল্পনা শক্তি প্রবল, তাহার শক্তি অতি হীন। যাহার হৃদয়ে দয়া মায়া প্রবল, তাহার হৃদয়ে বোধ থাকিতে পারে না। এই জন্য বলি, যদি মনে বুদ্ধি বিচার ইত্যাদি বৃত্তি সমিত হয়, তাহা হইলে মেধা ও কল্পনা আপনা আপনিই প্রবল হইবে।

প্রেমের প্রকৃতি।

শরীরের, তন্ত্রীমণ্ডলীর ইন্দ্রিয়গণের, মনের ও হৃদয়ের প্রকৃতি সকল অলোচনা করিয়া এক্ষণে আমাদের মূল বিচার্য্য বিষয় প্রেম, তাহার প্রকৃতি কি তাহাই দেখিব।

মানবকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিবার নামই প্রেম বা ভালবাসা। ভালবাসার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হয়, প্রধানতঃ ইহাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) স্নেহ (২) ভক্তি (৩) প্রণয় (৪) প্রীতি (৫) প্রেম (৬) ভাব।

জননীর পুত্রের প্রতি ভালবাসার নাম স্নেহ। পুত্রের জননীর প্রতি ভালবাসার নাম ভক্তি; বন্ধুতে বন্ধুতে ভাল-বাসার নাম প্রণয়। যৌবন সুলভ আকর্ষণের নাম প্রীতি, হৃদয়ের আকর্ষণের নাম প্রেম। জগতের স্রষ্টায় আত্ম বিস্মৃত হইবার নাম ভাব। স্নেহ, ভক্তি ও প্রণয় এ পুস্তকের বিচার্য্য বিষয় নহে। আমরা এ পুস্তকে কেবল প্রীতি, প্রেমও ভাব এই তিন শ্রেণীর ভালবাসার আলোচনা করিব।

প্রীতির সহিত হৃদয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রীতি সম্পূর্ণ পাশব প্রবৃত্তি। যৌবন সুলভ সম্মিলন ইচ্ছার নামই প্রীতি,—পশুদিগের এই ইচ্ছাকে প্রীতি বলিলে অন্যায় হয় না। যৌবন লাবণ্যে ভাসমানা যুবতী দেখিলে যুবকের মনে তাহার প্রতি

যে আকর্ষণ জন্মে, সেই আকর্ষণই প্রীতি। ইহা শারীরিক আকর্ষণ, যৌবন সাময়িক ইন্দ্রিয়ের প্রবলতাই ইহার প্রকৃতি।

প্রেম তাহা নহে। প্রেমে শরীরের সম্বন্ধ থাকিলে ও প্রেম সাধারণতঃ হৃদয়ের সম্মিলন। কিন্তু প্রেমকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, প্রেমে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রবল ভালবাসা বৃত্তির সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলি না থাকিলে প্রেম জন্মিতে পারে না। সহানুভূতি ও সদাশয়তা ভালবাসা না হইলেও ভালবাসার আনুষঙ্গিক বৃত্তি। প্রেম মাত্রেই সহানুভূতি ও সদাশয়তা আছে। পরের সুখে সুখ ও পরের দুঃখে দুঃখ বোধ করার নামই সহানুভূতি (Sympathy); যদি পরের দুঃখে দুঃখ বোধ ও পরের সুখে সুখ বোধ করিতেই না পারিলে, তবে পরকে ভাল বাসিবে কিরূপে?

কৃতজ্ঞতা প্রেম না হইলেও প্রেমের অবলম্বন। অন্যের দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইলে, স্বতঃই মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়,—কৃতজ্ঞতা হইতে যত প্রেমের উদ্রেক হয়, তত আর কিছুতেই হয় না।

প্রশংসার ভাব (Admiration) এবং ভক্তির ভাব (Esteem) সম্পূর্ণ ভালবাসা না হইলেও ইহাতে আকর্ষণী শক্তি আছে; এতদ্ব্যতীত প্রশংসার ভাব ও ভক্তির ভাব হৃদয়ে প্রথম না জন্মিলে কখনই ভালবাসা জন্মিতে পারে না। হয় সৌন্দর্য্য নয় গুণ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই,—অমনি হৃদয়ে আশ্চর্য্যের ভাবের উদয় হইয়া যাহার সৌন্দর্য্য বা গুণ দেখিলাম তাহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। তখন তাহাকে দেখিতে, তাহার কথা শুনিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হৃদয়ে প্রেম রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে।

প্রেমের একটী বিশেষ ভাব আছে। প্রেম সুখের বিষয় সত্য,—কিন্তু প্রেমে দুঃখের উদয় ও হয়, তবে এ দুঃখের একটু বিশেষত্ব আছে। দুঃখে সকল সময়েই কষ্ট হয়,—কিন্তু প্রেম হইতে যে দুঃখের উদয় হয়, সে দুঃখে দুঃখ থাকিলেও সে দুঃখে সুখ আছে। প্রেমে যেরূপ দুঃখ হয়, তেমন দুঃখ আর এ সংসারে কিছুতেই হয় না,—কিন্তু ঐ দুঃখে মানবের মনকে একেবারে আহত করিয়া ফেলে না। মানব মনে দুঃখের উদয় হইলে ঐ দুঃখ মন পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রেমের দুঃখ লোকে ত্যাগ করিতে পারে না, সে দুঃখে এক অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি আছে। মানুষ সে দুঃখ হৃদয়ে পুষিয়া রাখে।

এই জন্য প্রেমের কয়টী ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রধান,—"আবেগ" "অভিমান," "বিরহ," "বিদ্বেষ"।

ইহাদের কোন্‌টীর কি প্রকৃতি আমরা এক্ষণে একে একে তাহাই দেখাইতেছি। হৃদয় ভাসাইয়া প্রেম যখন উথলিয়া উঠে, তখন হৃদয়ের সেই অবস্থার নাম আবেগ। হৃদয়ের আবেগ কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। যখন হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, যখন হৃদয়ে প্রেম আর ধরে না, যখন হৃদয়ের প্রেম বলিয়াও বলা যায় না, প্রকাশ করিয়াও প্রকাশ করা যায় না,—যখন বুকের ভিতর কেমন করে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না,—তখন আনন্দে দুই চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহে। তখন কথা কহিতে গেলে গলায় যেন কি আইসে, মুখ যেন কে চাপিয়া ধরে,—তখন কিছুতেই সে প্রেম প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তখন দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আইসে,

তখন দুঃখে বা সুখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে। সে দুঃখ না সুখ তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

প্রেমের আবেগের বাহ্যিক বিকাশ কেবল চক্ষের জলেই হয়। অনেকের বিশ্বাস কাঁদিলে দুঃখ প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রেম প্রকাশের জন্য ক্রন্দনের ন্যায় আর কোন শ্রেষ্ঠতর উপায়ও নাই। প্রেমের আভ্যন্তরিক বিকাশে মনের বৃত্তি সকল একেবারে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমের আবেগে লোক পাগল হইয়া যায়, তখন তাহাদের মানসিক বৃত্তির মধ্যে কল্পনা ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই থাকিতে পারে না।

প্রেমে যেরূপ আবেগ আছে, প্রেমে সেইরূপ বিদ্বেষও আছে। যেখানে যে বিষয়ের যত প্রাবল্য, সেখানে সেই বিষয়ের বৈপরিত্যেরও তেমনই প্রখরতা। যেখানে ভালবাসা যত প্রবল, সেইখানেই আবার বিদ্বেষেরও তেমনিই বিকাশ। বিলাতের মহাকবি সেক্সপিয়র বিদ্বেষের চূড়ান্ত চিত্র আঙ্কত করিয়া গিয়াছেন। ওথেলো ডেসডিমনাকে ভালবাসিতেন,—যত দূর মানব হৃদয়ে ভালবাসা সম্ভব তত ভালবাসিতেন, তাহাই যখন তাঁহার হৃদয়ে ডেসডিমনার প্রতি সন্দেহের উদয় হইল, তখন অতি দুর্দ্দমনীয় ভাবে বিদ্বেষ আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে দেখা দিল। তিনি সেই বিদ্বেষাগ্নিকে হৃদয়ে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না,—তিনি নিজ প্রাণের প্রাণসমা ডেসডিমনাকে স্বহস্তে হত্যা করিলেন,—কিন্তু ডেসডিমনার বিচ্ছেদও সহ্য করিতে পারিলেন না। আপনিই সেই অস্ত্রে হত হইলেন। যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই বিদ্বেষের বিকাশ হইতে পারে; যেখানে ভালবাসার আবেগ, সেইখানেই বিদ্বেষ বিকাশ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে।

সকলেরই জানা উচিত যে, জগতে এমন কোন দ্রব্য বা এমন কোন বিষয় নাই, যাহার বিপরীত নাই। দিন যখন আছে, তখন রাত্রিও আছে। মিষ্ট যখন আছে, তখন তিক্তও আছে। সুখ যখন আছে, তখন দুঃখও আছে। প্রেমের যেখানে আবেগ, সেইখানেই বিদ্বেষের প্রাবল্য। কিন্তু বিদ্বেষের ন্যায় প্রেমের শত্রু আর কেহ নাই।

সন্দেহ হইতে বিদ্বেষের জন্ম। যে যত সন্দিগ্ধ, তাহার হৃদয়ে তত বিদ্বেষ (Jealousy) বিকাশ হইবার সম্ভাবনা। দার্শনিক বেকন বলিয়াছেন,—"পাখীর মধ্যে বাদুড় যেরূপ, হৃদয় ও মনের সমস্ত বৃত্তির মধ্যে সন্দেহও সেইরূপ, যিনি প্রেম পিপাসু তাঁহাকে সন্দেহকে দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ সন্দেহ কল্পনার বিপরীত বৃত্তি (Contrast faculty) কল্পনা যাহা নাই, তাহারই অস্তিত্ব মনে উদয় করিয়া দেয়, সন্দেহও ঠিক তাহাই করে। যাহার কোন অস্তিত্ব নাই, সন্দেহ মনে তাহারই অস্তিত্বের সৃষ্টি করে। কল্পনা সুপ্রবৃত্তি, আর সন্দেহ কুপ্রবৃত্তি;—কল্পনায় হৃদয়ে সুখের উদয় করে, সন্দেহে দুঃখের উদয় হয়। কল্পনা সুভাবনা ভাবে, হৃদয়ে সুচিত্র অঙ্কিত করে, আর সন্দেহ তাহার অস্তিত্ব নষ্ট করে। কল্পনার বলে মানব কিছুই আর মন্দ দেখিতে পায় না। সন্দেহ ঠিক ইহার বিপরীত ব্যাপার। সন্দেহে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা মনকে দেখিতে দেয় না, এবং যে কু নাই, মনে তাহারও অস্তিত্ব আনয়ন করে। প্রেমিক, কল্পনার বলে প্রিয়জনের কোটী কোটী দোষ থাকিলেও, তাহা সে দেখিতে পায় না। প্রেমিক সন্দেহের তাড়নায়, প্রিয়জনের যে সকল গুণ ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহা না দেখিয়া, শত শত দোষ তাহাতে দেখিতে থাকে।

এই জন্য প্রথম হইতেই মনে সন্দেহকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করা মানব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রেমের আর একটী বিকাশের নাম অভিমান। যাহাকে ভালবাসি, যে আমাকে ভালবাসে জানি, সে যদি একটু অনাদর করে, তবে হৃদয়ে বড়ই দুঃখ, বড়ই ক্ষোভ জন্মে। হৃদয়ের এই অবস্থার নাম অভিমান। যেখানে প্রেমে অভিমান নাই, সেখানে সে প্রেম তরল। সে প্রেম কেবল হৃদয়ের উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়,—হৃদয়ে আমূল বদ্ধ হইতে পারে না।

অভিমানে প্রেম বৃদ্ধি করে। অভিমানে প্রেম প্রবাহের ক্ষণিক স্থগিত-গতি বুঝিতে হইবে। জল স্রোত যাইতে যাইতে বাধা পাইলে, যেমন সেই বাঁধের নিকট ফুলিতে থাকে, অভিমানেও ভালবাসার ঠিক সেই অবস্থা হয়। অভিমানে ভালবাসা যেন হৃদয়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। প্রেমে তাচ্ছিল্য একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক। তাচ্ছিল্য যদি ক্ষণিক তাচ্ছিল্য হয়, তবে ঐরূপ তাচ্ছিল্য প্রেম সাধনায় বরং বাঞ্ছনীয় বলিতে হইবে।

এই ক্ষণিক তাচ্ছিল্যের পর, আদরে প্রেমিক হৃদয়ে যে ক্রোধের ভাব উদিত হয়, ইহারই নাম "মান"। মানের সুখ সাধনায়। যেমন প্রেমের বিকাশ অভিমানে, তেমনি মানের সুখ সাধনায়। সাধনায় প্রেম বৃদ্ধি লাভ করে।

প্রেমের আর একটী দুঃখের বিকাশের নাম বিরহ। প্রেমিকের মধ্যে বিচ্ছেদ জনিত যে দুঃখ, তাহারই নাম বিরহ। বিরহে দুঃখ থাকিলেও ইহাতে প্রেমের আবেগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ইহাতে হৃদয়ে দুঃখের সহিত একরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ উপলব্ধি হইতে থাকে। বিরহে প্রেম যত বৃদ্ধি হয়, তত আর কিছুতেই হয় না,—কারণ বিরহে প্রেম প্রতিবন্ধক পাইয়া দিন

দিন প্রবল হইবার জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে প্রেমে হৃদয়ের যে যে বৃত্তি সংশ্লিষ্ট সে সমস্ত বৃত্তিই প্রখরতা লাভ করিয়া পূর্ণ বিকাশ পায়। তাই বিরহে এত চাঞ্চল্য, তাই বিরহে হৃদয়ের এত উচাটন, তাই বিরহে হৃদয়ে এত ক্লেশ। হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি যেন সকল বৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সৌন্দর্য্য।

সৌন্দর্য্য প্রেমের ভিত্তি। সৌন্দর্য্য বিনা প্রেম জন্মে না। সৌন্দর্য্যে মানব মন মুগ্ধ হয়, তাহা হইতেই প্রেম জন্মে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি?

এ প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। তবে সকল দেশেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুচি ভেদে সৌন্দর্য্যের ও তারতম্য হয়। তুমি যাহাকে সুন্দর মনে কর, আমি তাহাকে সুন্দর মনে করি না, কারণ তোমার রুচি একরূপ আমার রুচি অন্য রূপ। জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনেরা স্ত্রীলোক দিগের পা ছোট হইলেই তাহাকে পরমা সুন্দরী বিবেচনা করে। নিগ্রোদিগের মধ্যে যে স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ অতিশয় পুরু সেই সুন্দরী বলিয়া গণ্য। কিন্তু আমরা "ছোট পা" বা "পুরু ওষ্ঠ" কখনই

সৌন্দর্য্যের অংশ বলিয়া মনে করিতে পারি না। এক্ষণে প্যারিশ নগরের প্রধান মহিলাদিগের দেখাদেখি ইয়োরোপের সমস্ত দেশের রমণীগণ চুল কাটিয়া ফেলিয়া পুরুষদিগের ন্যায় চুল রাখিতেছেন। তাঁহারা সকলেই মনে করিতেছেন যে, ইহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু কই, আমরা তো কেশ হীন স্ত্রীলোককে সুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করি না। যাহার আজানু লম্বিত কেশ আমাদের মতে তিনিই সুন্দরী। আবার ইংরেজগণ নীল চক্ষু সুন্দর দেখেন, আমরা নীল চক্ষুকে অতি কুরূপের চিহ্ন বলিয়া জানি। তাহারা স্বর্ণের ন্যায় কেশের রং হইলে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখেন, আমরা যাহার কেশ যত কৃষ্ণ তাহাকে তত সুন্দর মনে করিয়া থাকি। সৌন্দর্য্যের একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন নাই। যাহার যেমন রুচি তাহার নিকট সেই রুচি অনুযায়ী সকল বিষয় হইলেই সৌন্দর্য্য হইল। কিন্তু রুচি কি?

রুচি (Taste) একটী বিশেষ বিষয় নহে। জীবনের অভ্যাস, শিক্ষা, প্রবৃত্তি ইত্যাদি সমস্তের সমষ্টি হইয়া যে একটী বিশেষ ভাবের উদয় হয় রুচি তাহাই। জড় শরীরের যেমন জড় জগতে একটী ছায়া পড়ে,—ছায়াটী শরীর নহে, বা শরীরের কোনও অঙ্গও নহে, কিন্তু সমস্ত অঙ্গ গুলির সমষ্টি,—ঠিক তেমনি মানস জগতেও মানুষের একটা ছায়া পড়ে,—সেটী কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি নহে, তবে সমস্ত বৃত্তি প্রভৃতির সমষ্টি বলা যাইতে পারে। কে কেমন লোক তাহার প্রাতকৃতি সেই ছায়া স্বরূপ রুচি হইতেই অবগত হইতে পারা যায়, এই জন্য মানবের রুচি (Taste) শিক্ষায়,সঙ্গ দোষ গুণে, অভ্যাসে. সমাজের নিয়মে, দেশের জল বায়ুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে

ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সুরূপ ও কুরূপ এই রুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

রুচির একটী কাল্পনিক উচ্চ আদর্শ আছে (Ideal) ইহা সকল বৃত্তিরই আছে। আমার রুচি যাহা যাহা ভালবাসে সেই রুচি সেই বিষয়ের কত দূর উচ্চ বিকাশ হইতে পারে, তাহা একটা কল্পনা করিয়া ভাবিয়া লয়। রুচির মনে মনে একটা Ideal (কাল্পনিক) ভাব জন্মে। সেই ভাবের ঠিক অনুযায়ী কিছু দেখিলেই আমি তাহাকে সৌন্দর্য্য বলি।

সৌন্দর্য্যের সহজ ও সাধারণ ব্যাখ্যা এই, কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের দুই প্রকার বিকাশ হয়। এক শারীরিক, অপর আভ্যন্তরিক। শরীর সম্বন্ধে নিজ নিজ রুচির "আইডিয়াল" পাইলেই তাহাকে সুন্দর বলি, মন সম্বন্ধেও ঐ রূপ "আইডিয়াল" পাইলে সুন্দর বলি। কিন্তু মন সম্বন্ধে এ নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটে। সকল সমাজেই "স্বার্থ ত্যাগ" (Self surrender) কে সৌন্দর্য্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কি সভ্য সমাজ, কি অসভ্য সমাজ, সকল সমাজেই যে যত স্বার্থ-ত্যাগ করিতে পারে, লোকে তাহাকে তত প্রশংসা করে। একজন জলমগ্ন হইতেছে, যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া ঐ জলমগ্ন ব্যক্তির রক্ষার জন্য যাইতে পারে এবং যায় আমরা তাহার গুণে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যাই। কেন? মানবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দ্রব্য এ সংসারে আর কিছুই নাই। এই লোক সেই প্রিয় প্রাণ, পরের জন্য বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয় বলিয়াই আমরা তাহাতে এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই।

সৌন্দর্য্য বিষয়ে সাধারণ মত জ্ঞাপন করিয়া এক্ষণে দার্শনিকগণ এ বিষয়ে কে কি বলিয়া গিয়াছেন তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গ্রীস দেশীয় সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক সক্রেটিশ কহিয়াছেন, এ পৃথিবীতে যাহা লোকের কার্য্যে আইসে তাহাই সুন্দর। যদি মৃত্তিকা মনুষ্যের কার্য্যে আইসে, তবে ঐ মৃত্তিকাই সুন্দর, আর যদি সুবর্ণনির্ম্মিত ঢাল মানুষের কার্য্যে না আইসে, তবে উহাই কদাকার (Memorabilia III. 8)

সক্রেটিশের শিষ্য সুবিখ্যাত প্লেটোও সৌন্দর্য্য কি এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, (Hippias Major) কিন্তু তিনি, যাহা কিছু সংসারে সুন্দর বলিয়া বিদিত তাহা যে সুন্দর নয়, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যাহা "উপযুক্ত" (Suitable or becoming) তাহাই সুন্দর, কিন্তু উপযুক্ততা হইতে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় এই মাত্র। উপযুক্ততা কোন পদার্থের বা বিষয়ে সৌন্দর্য্য ন্যস্ত করিতে পারে না, এই রূপে যাহা কাজে আইসে বা যাহা হইতে লাভ হয় (Useful or Profitable) তাহাও সৌন্দর্য্য নহে।

"বিখ্যাত দার্শনিক আরিষ্টটল বলেন," দুইটী বিষয় হইতে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হয়, যথা,—"উপযুক্ত ভাবে ন্যস্ত থাকা" (Orderly arrangement) এবং একটী বিশেষ "ব্যবধান।" (Magnitude) এই জন্য কোন প্রাণী এত ক্ষুদ্র বা এত বৃহৎ হইতে পারে যে, তাহাতে কোনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাফটসবারি সাহেব বলেন "যাহা ভাল তাহাই সুন্দর।" কিন্তু ভাল কি তাহা স্থির করা সহজ নহে, কারণ ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে মানব সমাজে বিশেষ মতভেদ আছে। ফরাসি পণ্ডিত ডাডিরড সাহেব বলেন "সম্বন্ধ উপলব্ধির নামই সৌন্দর্য্য।" (Beauty consists in the perception of relations) কিন্তু

এ কথার দ্বারা সৌন্দর্য্য যে কি তাহার কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

সার জোসোয়া রেনলড বলেন "যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই সুন্দর।"

বিখ্যাত বক্তা ও পণ্ডিত বার্ক সাহেব সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এক খানি অতি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। (Essay on the Snblime and Beantiful) তিনি বলেন; যাহা হইতে সুখের উদয় হয় তাহাই সুন্দর।" বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন," যাহা মসৃণ (Smooth) তাহাই সুন্দর। এমন কিছুই নাই যাহা মসৃণ নহে, অথচ সুন্দর। পাদব শ্রেণীতে যে পত্রে মসৃণতা আছে তাহাকেই সুন্দর বিবেচনা করি। এইরূপ উদ্যানের মসৃণ স্থান, পশু পক্ষীর মসৃণ গাত্র, নারীর মসৃণ চর্ম্ম থাকিলেই সুন্দর মনে করি।"

আলিশন সাহেব ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিরা গিয়াছেন। (Alison on Taste) তিনি এ সম্বন্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অবশেষে বলিতেছেন।" "জড়ের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশে আমরা যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি উহা মনের ছায়া (Expression of mind) ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ আমাদের মানসিক গঠনানুযায়ী যে যে বিষয়ে আমাদের মনে সুখের উদয় হয়, ঐ সকল পদার্থে উহাদের উত্তেজনা করে বলিয়াই আমরা উহাতে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই।" আমরা পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, আলিসন সাহেব তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই তো পাশ্চাত্য দর্শনের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধের সংক্ষিপ্ত মত। এখন দেখা যাউক আর্য্য ঋষিগণ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কি বলেন।

আমাদের বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণযেরূপে অধিকাংশ জড় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, আর্য্য ঋষিগণ তাহা করেন নাই। তাঁহারা জড়ের আবশ্যক তত বুঝিতেন না, তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়াই ব্যগ্র ছিলেন। এই জন্য যে সৌন্দর্য্য আমরা নয়নে দর্শন করি, সে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহারা অতি অল্পই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা, সে ভার কবির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতীয় কবিগণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। ভারতীয় কবিগণ কিসে সৌন্দর্য্য আছে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের কারণানুসন্ধানে তাঁহারা সময় অপব্যয় করেন নাই।

হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন "এ সকলই মায়া," মায়ার আবার সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য কি! এ জগতে সৌন্দর্য্যও নাই, অসৌন্দর্য্যও নাই, ঈশ্বর প্রণিধানে প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন ঘটে। সে কি,—সে বিষয়ের আলোচনার স্থান এ পুস্তকে নাই।

প্রেম।

আমরা বলিয়াছি সৌন্দর্য্যই প্রেমের মূল ভিত্তি। সৌন্দর্য্য ব্যতীত প্রেম জন্মে না, এক্ষণে দেখা যাউক এ বিষয়ের সত্যাসত্য কতদূর।

স্ত্রী ও পুরুষে যে প্রেম জন্মে তাহার তিনটী বিকাশ আছে, যথা,—প্রীতি (Love for Beauty); প্রেম (Love for loves' sake) এবং ভাব (Eccstacy)। প্রীতি হইতে প্রেম জন্মে, প্রেম হইতে ভাব জন্মে। একেবারে ভাব বা প্রেম প্রীতিকে বাদ দিয়া

কোন ক্রমেই জন্মিতে পারে না। প্রীতিকে বাদ দিয়া অন্য কোন উপায়েও প্রেম বা ভাব জন্মে না।

সৌন্দর্য্য হইতে যে প্রেম জন্মিয়া, সৌন্দর্য্য বশতঃ হৃদয়ে স্থায়ী হয় তাহারই নাম প্রীতি। যে প্রেম সৌন্দর্য্য না হইলে জন্মে না, এবং সৌন্দর্য্য না থাকিলে থাকে না তাহারই নাম প্রীতি। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল যৌবন সৌন্দর্য্য বুঝিলে হইবে না। কি শারীরিক সৌন্দর্য্য, কি মানসিক সৌন্দর্য্য, কি বাল্য সৌন্দর্য্য, কি যৌবন সৌন্দর্য্য, যে কোন সৌন্দর্য্য হইতে প্রেম জন্মিয়া থাকে। অতি কদাকার কৃষ্ণবর্ণ ওথেলোকে ডেসডিমনা ভালবাসিয়াছিল। ওথেলোর বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কিছুই ছিলনা, কিন্তু ডেসডিমনা ওথেলোর মানসিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে আমরা যে কুরূপ, আমাদের নারীর ভালবাসা লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে, সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি কি এবং মনের কোন্ অবস্থা হইতে সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ জন্মে, তাহা তাঁহারা জানেন না বলিয়াই তাহারা মনে মনে এ ভয় করিয়া থাকেন। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য লোকের চক্ষে সহজে পড়ে। সহজে না পড়িলেও মানসিক সৌন্দর্য্য শারীরিক সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধ্যে হৃদয়ে কার্য্য করে। সুপুরুষ দেখিলেই যে নারীর মন মুগ্ধ হয় এরূপ নহে. কিন্তু তুমি অতি কদাকার পুরুষ, তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কোন পরম রূপসী রাজকন্যার প্রাণ রক্ষা কর দেখি; দেখিবে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে,—কৃতজ্ঞতা হইতে দেখিতে দেখিতে প্রীতি হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। রাজ কন্যার কথায় প্রয়োজন কি! তুমি কোন দরিদ্রের কন্যার

বিশেষ উপকার কর দেখি,—কত শীঘ্র তোমার উপর তাহার ভালবাসা জন্মিবে। হৃদয়ের সৌন্দর্য্য মানুষ যত, শীঘ্র দেখিতে পায় তত শীঘ্র বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। হৃদয়ের ও মনের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই হউক বা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়াই হউক, অন্যের প্রতি যে আকর্ষণ আপনা আপনই জন্মে, তাহারই নাম প্রীতি।

সৌন্দর্য্য কোন্ স্থায়ী বিষয় নহে, কারণ যাহা লইয়া সৌন্দর্য্য সে বিষয়টী স্থায়ী নহে। রুচি কখনও স্থায়ী হয় না, মানুষের আজ যে রুচি থাকে, কাল আর সে রুচি থাকে না। বাল্যকালে মিষ্ট দ্রব্য আহার করিতে ভাল লাগে, যৌবনে আর মানুষের মিষ্ট দ্রব্য ভাল লাগে না। অসভ্যাবস্থায় যাহা ভাল লাগিত, সভ্যাবস্থায় আসিলে আর সে অবস্থা ভাল লাগে না। অশিক্ষিত অবস্থায় যাহা ভাল লাগিত, শিক্ষিত অবস্থায় তাহা আর একেবারেই ভাল লাগে না। আজ যে মানুষ থাকি, কাল আর আমি সে মানুষ থাকি না। সুতরাং আজ আমার যে রুচি থাকে, কাল আবার সে রুচি থাকিতে পারে না। কাজে কাজেই সৌন্দর্য্যেরও স্থিরতা থাকে না। আজ যাহাকে আমি সুন্দর বিবেচনা করি, কাল আর আমি তাহাকে সুন্দর মনে করি না। এই কারণেই প্রীতি চঞ্চল, ক্ষণ স্থায়ী,—আজ আছে কাল নাই।

কিন্তু প্রীতির উৎকর্ষতা সাধন হইতে পারে। এই উৎকর্ষতার নামই প্রেম। ভালবাসার জন্যই যে ভালবাসা তাহারই নাম প্রেম। সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, অন্য আর কিছুরই জন্য নহে, নিজের স্বার্থ বা পরের স্বার্থের জন্যও নহে,—কেবল ভালবাসার জন্যই যে ভালবাসা তাহারই নাম প্রেম।

প্রীতির পরিচালনা হইতে প্রেম জন্মে, ক্রমান্বয়ে পরিচালনার নাম অভ্যাস। প্রীতির অভ্যাস হৃদয়ে দৃঢ় হইলেই তবে প্রেম জন্মে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, কোন একটা কার্য্য অভ্যাস হইয়া গেলে তখন আর ঐ কার্য্যটার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না। পা কেবল একভাবে রাখিলে বেদনা জন্মে বলিয়া কেহ কেহ পা নাচাইয়া থাকেন,—কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের ঐ পা নাচান এরূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে, তখন আর ঐ পা নাচান কার্য্যে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। উহাতে তখন আর সুখ দুঃখ কোন কষ্ট থাকে না,—তখন অভ্যাস বশতঃ সেই কার্য্যটা তাহারা করেন। এইরূপ পা নাচান কার্য্যকে অনায়াসে বলা যাইতে পারে "পা নাচাইবার জন্যই পা নাচান।

ভালবাসা সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটে। প্রীতির ভালবাসা বাসিতে বাসিতে, প্রীতির ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করিতে করিতে, শেষ এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে,তখন আর সৌন্দর্য্যের কথা,স্বার্থের কথা, সুখের কথা, কিছুই মনে থাকে না। তখন ভালবাসা অভ্যাস হইয়াগিয়াছে,তখন ভাল না বাসিয়া যে থাকা যায় না। সে ভালবাসায় সুখই হউক আর দুঃখই হউক, সকলেই তখন সে ভালবাসা বাসিতে চায়। এইরূপ ভালবাসার নামই প্রেম।

প্রেমের আবেগের অত্যধিক বিকাশের নাম ভাব। ভাবে (Ecestacy) কেবল সুখের বোধ থাকে, অন্য আর কোন বোধই থাকে না। আমি আছি এবং পরম সুখে আছি,—তখন এই মাত্র জ্ঞান থাকে। সংসার আছে কি নাই, তাহার কোন বোধই একেবারে থাকে না। তখনকার জ্ঞান কেবল এই মাত্র,—আমি আছি এবং আমি এক অনির্ব্বচনীয় সুখে আছি।

অনেকেই দেখিয়াছেন, ধর্ম্মে লোকের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম

ভাবের উদ্রেক হয়। অনেকেই শুনিয়াছেন যে সাধুগণের ধর্ম্মভাবে সংজ্ঞা বিলোপ হয়। শ্রীচৈতন্তের ভাবের কথা কোন্ হিন্দু না অবগত আছেন? সাংসারিক প্রেমেও ঠিক এইরূপ ভাবের উদ্রেক হয়। লোকে একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে স্ত্রীপুরুষের প্রেমেও "ভাব" দেখিতে পায়।

প্রেমের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা প্রেমের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আলোচনা করিব। এই তিনটীর নাম এই। সাবলম্বন (Dependant) পরিচালনা (Exercise) এবং ঘাতপ্রতিঘাত (Reaction)। প্রেমের প্রথম প্রকৃতি এই যে, ইহা আপনা আপনি জন্মে না। অন্য কোন এক অবলম্বন চাই,—অর্থাৎ কেহ প্রেম হৃদয়ে উদ্রেক করিবার জন্য চেষ্টা না করিলে প্রেম জন্মে না। একথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আমরা জানি অনেকেরই বিশ্বাস প্রেম কেহ কখনও চেষ্টা করিয়া জন্মাইতে পারে না, প্রেম আপনি জন্মে। যদি তাহাই প্রেমের প্রকৃতি হয়, তবে আমাদের ঈশ্বর প্রেমের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে হয়। ঈশ্বর প্রেম কি আপনি হয়। এপর্য্যন্ত এমন কাহাকেও দেখা যায় নাই, যিনি বিনা চেষ্টায় ঈশ্বরে প্রেমিক হইয়া স্বর্গ সুখলাভ করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রেমলাভের জন্য অনেক যত্ন, অনেক চেষ্টা, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়।

প্রেমতো সকলই এক। যদি প্রেমের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রেম,— ঈশ্বর প্রেম চেষ্টা করিলে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই প্রেমের এক ক্ষুদ্রাংশমাত্র,—নরনারীর প্রেম, চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে পারা যাইবে না, ইহার কোনই অর্থ নাই। আমরা যে সময়ে প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম (Love of first sight)

জন্মিতে দেখিতে পাই, সে প্রকৃত পক্ষে প্রেম নহে। সে একরূপ সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা। মানব মাত্রেরই মনে সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা আছে। সৌন্দর্য্য হৃদয়ে সুখ উৎপাদন করে, সুতরাং হৃদয় সর্ব্বদাই সুখ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। এই জন্য হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা মিটালে আমরা কখনও কখনও তাহাকেই প্রেম মনে করি। এমন দৃষ্টান্ত কি একটীও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম জন্মিয়া, পরে সাক্ষাতে দর্শনে. আলাপে, আদরে ঐ প্রেমের পরিচালনা হইয়া বৃদ্ধি হয় নাই। ঐ প্রেম এ সকলের অভাবেও হৃদয়ে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে?

সকল প্রেমকেই চেষ্টা করিয়া হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে হয়। যদি প্রথম দৃষ্টিতেই কাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা যায়, যদি প্রথম হইতেই তাহার উপর হৃদয়ের আকর্ষণ জন্মে, তবে সেই আকর্ষণের উপর অবস্থাপিত প্রেমের পরিচালনা করিয়া বৃদ্ধি সাধন কর্ত্তব্য। প্রেম অন্যকে অবলম্বন করিয়া অন্যের সাহায্যে হৃদয়ে উদ্দীপিত হয় সত্য, কিন্তু তৎপরে ঐ প্রেমের বিশেষ পরিচালনা আবশ্যক। কি কি করিলে প্রেমের পরিচালনা হয় তাহা আমরা "প্রেমরঙ্গে" লিখিব।

পরিচালনা দ্বারাও প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঘাত প্রতিঘাতই প্রেমকে সম্পূর্ণতায় লইয়া আইসে। আমি যাহাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার ভালবাসায় আমার ভালবাসা প্রতিঘাতিত হইয়া উভয়েরই প্রেম বৃদ্ধি হয়। আর আমি যাহাকে ভালবাসি সে যদি আমাকে ভাল না বাসে, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টায়ও আমার প্রেম দিন দিন নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

আমরা সেক্সপিয়ার হইতে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিব;

কারণ কবি প্রেমের এই ঘাত প্রতিঘাত (Reaction) ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক খানি সুবিখ্যাত "রোমিও এবং জুলিয়েট।"

রোমিও, জুলিয়েটকে দেখিবার পূর্ব্বে আর এক জনকে ভাল বাসিতেন। ভালবাসার যে সকল লক্ষণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সমস্তই ছিল, কিন্তু তাঁহার এই ভালবাসার প্রতিদান ছিল না। তিনি যাহাকে ভাল বাসিতেন তিনি তাহাকে ভাল বাসিতেন না। এই রূপ অবস্থায় তিনি জুলিয়েটকে দেখিলেন। জুলিয়েটকে দেখিয়া জুলিয়েটের উপর তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ জন্মিল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের পরম শত্রু; উভয় বংশের উপর উভয় বংশের জাত ক্রোধ ও বিদ্বেষ। এরূপ অবস্থায়ও প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতে প্রেম দিন দিন বৃদ্ধি পাইল; জাতীয় বিদ্বেষের কথা আর উভয়ের কাহারও মনে উদিত হইল না। রোমিওর পূর্ব্ব ভালবাসা হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। সে ভালবাসার প্রতিদান ছিল না, তাহাই সে ভালবাসার পতন, আর এ ভালবাসার প্রতিদান ছিল বলিয়াই ইহাতে এত বাধা সত্ত্বেও এত প্রখরতা,—এত প্রখরতা যে শেষ উভয়ে উভয়ের জন্য আত্ম হত্যা পর্য্যন্ত করিলেন।

তুমি আমায় ভালবাস, আর আমি তোমায় ভালবাসি না, এরূপ অবস্থায়ও যদি আমি জানিতে পারি যে, তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে তোমার জন্য আমার মন ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে থাকে। এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক দেখা গিয়াছে। যে পূর্ব্বে যাহাকে কিছুই ভালবাসিত না, সেই পরে আবার তাহাকে মন প্রাণ পূর্ণ করিয়া ভাল বাসিয়াছে। ভালবাসায়

প্রস্তর পর্য্যন্ত কোমল হইয়া যায়, মানব হৃদয় তো কোন ছার! প্রেমে পাষাণও গলিয়া যায়, মানবের মন তো কোমল, গলিবারই কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রূপের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ।

সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে তাহাও আমরা বলিয়াছি, প্রেম কাহাকে বলে, তাহাও আমরা বলিয়াছি, এখন দেখা যাউক এই সৌন্দর্য্যের সহিত প্রেমের কি কি এবং কোথায় কোথায় সম্বন্ধ।

আমরা দেখিয়াছি মানবের "বোধ" (Sensation) এবং ভাবের (Emotion) প্রকৃতি এই যে ইহারা দুই শ্রেণীর বিষয় ধারণা করিতে পারে,—এক সুখ, অপর দুঃখ। মানব জীবনে যাহা কিছু হয় সকলই, হয় দুঃখ না হয় সুখ। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই।

মানব মন ও হৃদয়ের প্রকৃতি, দুঃখকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা এবং সুখকে উপভোগ করিবার প্রয়াস। এই জন্য যে বিষয়টীতে আমরা বিশেষ সুখ বোধ করি, সেই বিষয়টীর প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ জন্মে, কারণ মানব মন ঐ সুখটী উপভোগ করিতে প্রয়াস পায়, কাজে কাজেই সেই বিষয়টীর দিকে আকৃষ্ট হয়। একটী গোলাপ ফুল দেখিলে আমাদের হৃদয়ে সুখের বোধ হয়, কাজে কাজেই সে সুখটুকু উপভোগ

করিবার জন্য আমাদের মন স্বভাবতই ঐ গোলাপ ফুলটীর দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে জিনিষটী হইতে আমরা সুখ পাই বা সুখপাইবার আশা করি তাহার প্রতি আমাদের আকর্ষণ জন্মে।

প্রেমও ঠিক এই রূপ ভাবে জন্মে। কাহারও বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বা গুণে আমাদের হৃদয়ে সন্তোষ দান করিলে ঐ সন্তোষ ক্রমান্বয়ে লাভ করিবার জন্য আমাদের মন উহার দিকে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে তাহাতেই প্রীতি, পরে প্রেম, অবশেষে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে।

রূপ হৃদয়ে সুখদান করে বলিয়াই রূপ হইতে প্রেম জন্মে। হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তি অন্যান্য নানা কারণে জন্মিতে পারে, সহস্র কারণে রাগ জন্মে,—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয়ে সুখের উৎপত্তি করে, অত্যধিক সৌন্দর্য্য দেখিলে আমরা মুগ্ধ হই এবং সেই সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হই। আর যদি ঐ আকর্ষণে প্রতিআকর্ষণ লাভ করে তবেই হৃদয়ে প্রেম জন্মে। এখন দেখা যাউক সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয়ে সন্তোষ দান করিতে পারে কেন?

হৃদয়ের বৃত্তি সমূহের তিনটী অবস্থা (Feelings) আছে, প্রথম উত্তেজনা (Rise) দ্বিতীয়, চরম সীমা (Culmination) তৃতীয় বিশ্রাম (Subsidence)। এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় হৃদয়ে সুখ ও দুঃখ দুই উপলব্ধি হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উত্তেজনা, চরম সীমা, ও বিশ্রাম হৃদয়ের তিন অবস্থায় সুখই সাধারণতঃ উদিত হয়; যদিও কখন কখন দুঃখবোধ হয় সত্য কিন্তু সে দুঃখ অতি অল্পই। কারণ মানবের জীবনী শক্তির (Vital function) বৃদ্ধিতেই সুখ এবং উহার অভাবেই

দুঃখ বোধ হয়। শারীরিক যে সকল কার্য্যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহাতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, আবার প্রেম, জ্ঞান, সন্তোষ, ক্ষমতা ইত্যাদি সুখকর বৃত্তিতে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি করে। এই রূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান যাইতে পারা যায় যে, আমাদের যাহাতে দুঃখ হয় তাহাতেই জীবনী শক্তির, এবং যাহাতেই সুখ হয় তাহাতেই ঐ শক্তির বৃদ্ধি করে। কে না দেখিয়াছেন যে লজ্জা, ঘৃণা, বিসম্বাদ, ইত্যাদিতে মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে। এই রূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ও যাহাতে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাতেই সুখ বোধ হয়। সুন্দর রংএ দৃষ্টির প্রখরতা করে, এবং মসৃণ চর্ম্মে স্পর্শের উৎকর্ষতা সম্পাদন করে, এই জন্য সুন্দর রং ও মসৃণ চর্ম্ম সুখ প্রদ।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্ব্ব শক্তিমান বিধাতা সৃষ্টি রক্ষার জন্য আমাদিগকে এমনই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে,আমরা সকলেই স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যাকুল, কারণ স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষা (Law of self conservation) তেই জীবনে সুখ বোধ হয়। জগতে জীবনী শক্তির বৃদ্ধি ও সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির উত্তেজনাতেই সুখ জন্মে। স্বাদ, সৌগন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে শারীরিক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা করিয়া ইহাদের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে,—আবার সন্তোষ, সহানুভূতি মমতা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিরও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু এসংসারে প্রেম ব্যতীত এমন আর কিছুই নাই, যাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় বৃত্তিই এককালে উত্তেজিত হইয়া জীবনী শক্তি লাভ করে। কেবল প্রেমেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রেম হৃদয়ের সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে উত্তেজিত করে,

প্রেমে লালসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হেতু সমস্ত শারীরিক বৃত্তিকে উত্তেজিত করে। এই জন্য প্রেমে এত সুখ।

সৌন্দর্য্য সর্ব্ব প্রথমে এই সকল বৃত্তির উত্তেজনা করে। সুন্দরীর সুন্দর রং, মনোহর গঠন, মধুর স্বর, ও কোমল স্পর্শে শারীরিক ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা করিয়া থাকে,—আবার উহাদের কোমলতা বশতঃ উহারা হৃদয়ে সন্তোষ প্রদান করে। হৃদয়ে সেই সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি সকলের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়। কাজে কাজেই হৃদয়ের সুখ বোধ হয়। তখন হৃদয়, ঐ সুখ হৃদয়ে স্থায়ী করিতে চাহেন। হৃদয়ের এই শক্তির নামই ইচ্ছা (Desire) ইচ্ছার কার্য্যক্রমে হৃদয়ে প্রেম দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সকল কারণে রূপের সহিত প্রেমের বিশেষ সম্বন্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ কি; এক্ষণে দেখা যাউক ইন্দ্রিয়ের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ কি! এবং কিরূপেই বা ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপিত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি,—আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষা হইতে সুখ জন্মে; আত্ম-অস্তিত্ব-রক্ষা (Self-conservation) দ্বারা জীবনী-শক্তি (Vitality) বৃদ্ধি হয়। জীবনী-শক্তির বৃদ্ধিতেই সুখ। সৌন্দর্য্য, শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলের জীবনী-

শক্তি বৃদ্ধি করে, এই জন্যে সৌন্দর্য্য উপভোগে এত সুখ! আমরা ইহাও দেখিয়াছি সৌন্দর্য্য হইতেই প্রেম জন্মে।

বাহ্যিক সৌন্দর্য্য,—অর্থাৎ অপরের শারীরিক হউক বা মানসিকই হউক,—ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে আমাদের হৃদয়ে নীত হয়। কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। দর্শন ইন্দ্রিয়ই সর্ব্ব প্রধান ইন্দ্রিয়,—কারণ, দেখিয়া আমরা যত সৌন্দর্য্য গ্রহণে সক্ষম হই তত আর কিছুতেই হই না। এতদ্ব্যতীত দর্শন দ্বারা আমরা অতি সহজে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য গ্রহণে সক্ষম হই।

দর্শনেন্দ্রিয় নয়ন; নয়নের দ্বারা আমরা কিরূপে দেখি। নয়নের প্রধান অঙ্গ, তারা (Eye ball); এতদ্ব্যতীত ইহার আনুসঙ্গিক অনেক গুলি অঙ্গ আছে, যথা ভ্রূ,—চক্ষের পাতা, এবং ক্রন্দন যন্ত্র (Lachrymal apparatus)। ক্রন্দন যন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত,—প্রথম চক্ষের জল নির্ম্মাণের আধার; (Glands) ইহাতে কোন ক্লেশ বোধ হইলে জল নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয় দুইটী শিরা.ইহারা চক্ষের জলকে বাহিরে লইয়া আইসে, তৃতীয় জল নিক্ষেপক যন্ত্রে (Sac); ইহা দ্বারা জল নাশিকার পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হইয়া যায়।

নয়নের তারা দ্বারাই আমরা দেখি: এই তারা হইতে দৃশ্যতন্ত্রী মণ্ডলী (Opticnerves) মস্তিষ্কে বিস্তৃত। তিনটী সূক্ষ্ম চর্ম্ম এবং তিনটী স্বচ্ছ পদার্থে (Humours) তারা নির্ম্মিত। ইহার দৃশ্য-ক্ষমতা,—(Optic lense) কোন পদার্থ আমাদের সম্মুখে পতিত হইলে উহার মূর্ত্তি বিপরীত ভাবে আমাদের নয়নস্থ তারায় প্রতিবিম্বিত হয়। অমনি তন্ত্রী মণ্ডলীর সাহায্যে ঐ মূর্ত্তিটীর প্রতিবিম্ব মনে যায়; তখন আমাদের জ্ঞান জন্মে,

সেটী কি পদার্থ। এক চক্ষুর দ্বারাও দেখা যায়, কিন্তু আমাদের দুই চক্ষু একই বস্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে না দেখাইয়া ঐ একই বস্তুকে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে দেখায় (Binocular vision)।

এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে আমরা একটী দ্রব্য দেখিলাম; সেটি কি দ্রব্য তাহাও বুঝিলাম। যদি উহার এই সকল নয়নের যন্ত্রের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে উহাতে আমাদের হৃদয়ে সুখ দান করিবে। আমরা সকলেই জানি দুঃখ হইলে নয়নে জল আইসে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হৃদয়ের সহিত নয়নের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যেই হৃদয়ে কষ্ট হইল, অমনি মস্তিষ্কের সাহায্যে তন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে দিয়া ঐ দুঃখের প্রবাহ ক্রন্দন যন্ত্রে (Lachrymal apparatus) আসিল, তখন ঐ যন্ত্রের সুকৌশলে চক্ষের জল বাহিরে আসিলে ভিতরের হৃদয়ের ভাব যদি নয়নের দ্বারা বাহিরে আইসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাহিরের ভাব ও ঐ নয়নের দ্বারা ভিতরে যাইতে পারে।

সুন্দর দ্রব্য দেখিলে হৃদয়ে সুখ হয়। আমরা একটী অপরূপ রূপবতী রমণী মূর্ত্তি দেখিলাম, অমনি আমাদের হৃদয়ে একরূপ সুখ বোধ হইল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বাহিরের ভাব ভিতরে গেল। নয়নের ভিতর দিয়া এই রমণী মূর্ত্তির যে প্রতিবিম্ব হৃদয়ে পড়িল, উহাতে এরূপ বিষয় সকল আছে, যাহাতে হৃদয়ের বৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, কাজে কাজেই আমাদের হৃদয়ে সুখ বোধ হইল।

এইরূপ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সহিতও হৃদয়ের বিশেষ সম্বন্ধ। দর্শনে যেরূপ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখি, শ্রবণে সেইরূপ আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। কাহার মন কিরূপ, কাহার

হৃদয় কিরূপ, তাহা আমরা অনেকটা তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি। একখানি সুন্দর চিত্র দেখিয়া কি আমরা বুঝিতে পারি যে, যাঁহার চিত্র তিনি ভাল লোক, কি মন্দ লোক, ছিলেন। আবার চক্ষের জলে যেমন হৃদয়ের দুঃখের ভাব প্রকাশ হয়, সেইরূপ মানুষের স্বরে ও হৃদয়ের বৃত্তি সকলে স্বভাব প্রতিবিম্বিত হয়। যে রাগী তাহার স্বর কখন মিষ্ট হয়, যে হিংস্রক তাহার স্বর কখন মিষ্ট হয় না,—কিন্তু তাহার হৃদয় স্নেহ মমতা, দয়ামায়া, সহানুভূতিতে পূর্ণ, তাহার স্বর কত মিষ্ট, কত ধীর, কত সুখপ্রদ। আমরা বলিয়াছি দয়ামায়া প্রভৃতি বৃত্তি জীবনী শক্তিকে বৃদ্ধি করে। যখন মনুষ্যের স্বরের সহিত দয়ামায়া সহানুভূতি হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন উহারা অপরের হৃদয়ে জীবনী শক্তি ময়ী বৃত্তি সকলেরও উত্তেজনা করে। যাহার শ্রবণ শক্তি নাই সে, অপরের হৃদয় বুঝিয়া উঠিতে একেবারেই অক্ষম।

স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সহিত হৃদয়ের প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধ অল্প। স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যে সুখ উপলব্ধি হয়, সে সুখ শারীরিক সুখ। সহবাসও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সুখের কার্য্য হৃদয়ে হয় না; এ কার্য্য বাহিরে শরীরে হইয়া কেবল সুখের প্রতিবিম্বটী মাত্র হৃদয়ে যায়। অন্যান্য বিষয়ে যেমন হৃদয়ের বৃত্তি সকলের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সুখ জন্মে, এ বিষয়ে তাহা হয় না। ইহাতে হৃদয়ের কোন বৃত্তির জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হয় না,—শারীরিক অঙ্গ সকলের বৃত্তির, জীবনী শক্তির উত্তেজনা হয় বলিয়া ইহাতে সুখ,—কিন্তু শরীর তো সুখ বোধ করিতে পারে না,—তাহাই এই সুখের প্রতিবিম্ব মাত্র হৃদয়ে যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রেম লাভ।

অনেকে ভাবিবেন যে, আমরা এতক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় কি বলিলাম। জগতের কঠিন কঠিন শব্দ সকলের সমাবেশ করিয়া আমাদের মাথা মুণ্ড কি বকিলাম। কোথায় প্রেমের কথা মিষ্ট মধুর হইবে, না যেখানে যত নীরস কথা আছে, সেই সকল আনিয়া পুস্তক পূর্ণ করা হইল। কোথায় মধুর প্রেমের কথা শুনিব বলিয়া আসিলাম, না যত কঠিন দর্শনের কথা আমাদের সম্মুখে ন্যস্ত করা হইল। অনেকে হয়তো আমাদের উপর রাগত হইয়া বলিবেন, "এরূপ করিয়া আমাদের দণ্ড করিবার মানে কি?"

প্রেম সুখের বিষয়,—সুতরাং প্রেম কঠিন বিষয়। সুখ কি মনে করিলেই লাভ করিতে পারা যায়। লোকে বলিয়া থাকে, স্বর্গে যাইতে হইলে, প্রথমে স্বর্গের সোপান সকল কষ্ট করিয়া উঠিতে হয়, নতুবা একেবারে কষ্ট বিনা স্বর্গ লাভ ঘটে না। গোলাপ তুলিতে গেলে, কণ্টকে হস্ত ক্ষত বিক্ষত হয়,—রত্ন লাভ করিতে হইলে, গভীর সমুদ্র গর্ভে ডুবিতে হয়। বিনা কষ্টে এ সংসারে কবে সুখ লাভ হইয়া থাকে? বিনা কষ্টে সুখ লাভ হইলে যে, সে সুখ, সুখ বলিয়াই বোধ হইত না।

আমরা এক্ষণে যাহা বলিয়াছি, তাহা দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা। আমরা লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়েই, অতি সংক্ষেপে

ও অতি সহজে যে টুকু না বলিলে নয়, কেবল সেই টুকুই বলিয়াছি। সুখময় ভালবাসা কি সহজে লাভ হয়? যদি প্রকৃত ভালবাসা চাহ, তবে দর্শন বিজ্ঞান একটু শিক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা হৃদয় কোন্ কোন্ নিয়মে চলে, এবং হৃদয় ও শরীরের প্রভেদ কি, ইহা না জানিলে, কখনও কেহ ভালবাসা লাভ করিতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি, ভালবাসা কেবল প্রকৃতি অনুসারে জন্মে, আমরা দেখিয়াছি, ভালবাসা কি কি নিয়মে পরিচালিত হইয়া, ক্রমে হৃদয়ে বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। এই সকল অবগত থাকিলে, ভালবাসা লাভ কি কঠিন কার্য্য? কিন্তু এ সংসারে লোক এই অভাবের জন্যই কত দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকে! আমি যাহাকে ভালবাসি,সে আমাকে ভালবাসে না! যাহার ভালবাসা আমি চাই, কই সে তো আমায় ভালবাসে না! কি করিলে সে আমায় ভালবাসে? আমরা জানি, এ সংসারে অনেকেই মনে মনে এই প্রশ্ন করিয়া, ইহার উত্তরের প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু কোথায়ও ইহার সন্তোষ জনক উত্তর পান না।

যদি পরের হৃদয়ে ভালবাসা জন্মাইতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে আপনাকে ভালবাসার উপযুক্ত কর। তুমি যদি নর রাক্ষস হও, তবে কি কেহ তোমাকে ভালবাসিতে পারে? এ সংসারে মানুষ কি ভালবাসে, তাহা কেহ কাহাকেও বলিয়া শিখাইতে হয় না,—কারণ নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিলেই, মানব জীবনের কি কি প্রিয় দ্রব্য ও বিষয় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে এই সকল প্রিয় দ্রব্য ও বিষয়ের অভাব, তিনি ভালবাসা লাভের ইচ্ছা করিলে, সে ইচ্ছা বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। ধুতুরা গাছে কি কখন গোলাপ প্রস্ফুটিত

হয়? নিম্ব বৃক্ষে কি কখনও অমৃত ফলে? তুমি নিজে ভাল-বাসার অনুপযুক্ত হইলে, লোক কেন তোমাকে ভালবাসিবে?

এই জন্য বলি, যদি ভালবাসা লাভের ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বতোভাবে ভাল হইবার চেষ্টা কর। লোক তোমায় দেখিয়া, যাহাতে মুগ্ধ হয়, তাহারই চেষ্টা কর;—ইহার জন্য তোমাকে দুইটী কার্য্য করিতে হইবে,—প্রথম, শরীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস শারীরিক সৌন্দর্য্য বিধাতাদত্ত, ইহা কেহ কখন বৃদ্ধি করিতে পারে না। ইহার ন্যায় ভুল সংস্কার মানুষের আর হইতে পারে না। লোকে যে সৌন্দর্য্য বিধাতা প্রদত্ত মনে করে—সে সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব নাই। সে সৌন্দর্য্য নিজ নিজ মনের কল্পনায় অবস্থিত। যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া মনে করি যে, এমন সৌন্দর্য্য জগতের আর কোথায়ও নাই,—সে সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে,—কারণ আমার যে সৌন্দর্য্যকে অপরূপ মনে হয়, অপরের তাহা হয় না। সৌন্দর্য্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি মানবের জীবনী-শক্তি যাহা দ্বারা বৃদ্ধি হয়, সেই যদি সৌন্দর্য্য হয়, তবে সে সৌন্দর্য্য মানবের স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই যে সৌন্দর্য্যের মূল, একথা বুঝাইবার জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। যাহাকে পরম রূপবতী মনে করি, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হউক দেখি, কেমন আর তাহাকে সুন্দরী বলিয়া প্রতীতি হয়? যৌবনে যে অতি কুরূপা তাহাতেও সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় কেন? যৌবনে সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হয়, যৌবনে স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাই যৌবনে রমণীর এত সৌন্দর্য্য। এ সংসারে যাহার যাহা আছে, তাহা-রই পূর্ণ বিকাশ হইলে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। নদীর জল প্রাবিট

কালে বৃদ্ধি হইলে নদীর শোভা দ্বিগুণিত হয়,—বৃক্ষ পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইলে, বৃক্ষের শোভা।

মানুষের সৌন্দর্য্য আছে। তুমি যাহাকে অতি কুরূপ মনে কর, তাহারও সৌন্দর্য্য আছে, মানব মাত্রেরই রূপ আছে, সুতরাং সকলেই নিজ নিজ রূপের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। যদি প্রকৃত প্রেম লাভের ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া, যাহাতে সমস্ত অঙ্গ পরিপুষ্ট হয়, তাহাই কর। সমস্ত অঙ্গের পরিপুষ্ট সাধনই সৌন্দর্য্য।

শরীর ও মনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ। যদি শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহা হইলে, মনের স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে। আবার যদি মন পীড়িত হয়, তাহা হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরও পীড়িত হইবে। মনের কুপ্রবৃত্তি সকলের প্রবলতার নামই মানসিক পীড়া। সকলেই দেখিয়াছেন, দুঃখ হইলে লোক ক্ষীণ হইয়া যায়। যে রাগী বা যে হিংস্রক, তাহার স্বাস্থ্য কখন ভাল থাকে না। যে পরের সুখ দেখিতে পারে না, সে চিরকালই রোগ ভোগ করে। কেবল যে শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই মনকে ভাল করিতে হইবে, এরূপ নহে। মনের এবং হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া, সুপ্রবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, মানসিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, আমরা শারীরিক সৌন্দর্য্য যেরূপ দেখিতে পাই, মানসিক সৌন্দর্য্যও ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাই। এমন কি বলিতে গেলে, শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আমরা মানসিক সৌন্দর্য্য অধিক দেখি। যদি আমাদের মানসিক ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের অভাব হয়, তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে ভালবাসিতে পারে না।

যখন আমাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন হইল, তখন আমাদের অন্য আর একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইল। অনেকে ভাবিয়া থাকেন. আমাদের রূপ আছে, গুণ আছে, অপরে আমাদের ভালবাসিবে না কেন? তাঁহারা রূপের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝেন না বলিয়াই, এরূপ মনে করিয়া থাকেন। তোমার রূপ ও গুণ অপরের রুচি অনুযায়ী না হইলে, তো আর তাঁহার নিকট তোমার রূপ গুণ সৌন্দর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। এই জন্য, যাহার ভালবাসা তুমি ইচ্ছা কর, তাহার রুচি কি, তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। সকলেই জানেন, নারীজাতি যত শীঘ্র পুরুষের ভালবাসা লাভে সক্ষম হয়, পুরুষ তত শীঘ্র নারীর প্রেম লাভে সক্ষম হয় না। আমি কোন রমণীর ভালবাসা লাভের ইচ্ছুক হইলে, শত চেষ্টায়ও আমি আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি না,—কিন্তু কোন রমণী যদি আমার ভালবাসা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েন, তবে তাঁহাকে আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। আমি দেখিতে পাই, আমি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। ইহার কি কোন অর্থ নাই? অনেকে বলিবেন, অর্থ এই মাত্র—রমণী সুন্দর জাতি,—নারীতে সৌন্দর্য্য আছেই আছে। আমরা সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব অগ্রেই দেখাইয়াছি,—যদি ঐ তত্ত্বকে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে আবার সৌন্দর্য্য কি?

ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, নারীজাতি পুরুষকে যত লক্ষ্য করিয়া দেখে, পুরুষ নারীজাতিকে তত লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সময় পায় না। ইহারও কারণ আছে,—পুরুষ সংসারে সকল সময়েই কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া থাকে,—কোন বিষয় বিশেষ করিয়া দেখিবার তাহাদের অবসর থাকে না। তাহারা মুগ্ধ হয়, কিন্তু

মুগ্ধ করিবার জন্য যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা সংস্থানের চেষ্টা করিবার সময় পায় না। তাহাই এ সংসারে পুরুষের উপর স্ত্রীজাতীর এত আধিপত্য। স্ত্রী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া দেখে; স্ত্রী পুরুষকে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে,—স্ত্রীর নিকট পুরুষের প্রকৃতি কিছুই অজ্ঞেয় থাকে না। কাহার কি রুচি তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে জানিতে পারে,—কারণ তাহারা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখে। কোন একটী বিষয়, বিশেষ রূপে দেখিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে আমার আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না। যখন আমি কোন এক ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি জানিবার জন্য চেষ্টা করি,—তাহার প্রতি কার্য্য, প্রতি ভাব ভঙ্গী, বিশেষ লক্ষ্য করিতে থাকি, তখন আর ঐ ব্যক্তির সবিশেষ অবগত হইতে আমার কোন ক্লেশই জন্মে না। ইহাই দুঃখের বিষয় যে, আমরা স্ত্রীজাতীর নিকট দেখিয়াও এ শিক্ষা লাভ করি না।

যখন নিজ শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইল, তখন যাহার ভালবাসার আমি প্রার্থী, তাহার প্রকৃতি ও রুচি কিরূপ তাহাই দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। যখন তাহার প্রকৃতি ও রুচি কিরূপ আমি জানিতে পারিব, তখন আমার শারীরিক মানসিক সৌন্দর্য্যকে তাহার রুচি অনুযায়ী করা আমার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন কার্য্য হইবে না।

এ কার্য্য ব্যস্ত বা অধীর হইলে চলিবে না। ধীর ভাবে তাহার প্রতি ভাব, প্রতি ভঙ্গী, প্রতি কার্য্য, বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। এক দিনে দুই দিনে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না;—বহু দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলে, তবেই তাহার প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ের আর কিছুই তোমার নিকট অজ্ঞেয় থাকিবে না।

একবার লোকের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে, তাহাকে তোমার হস্তের ভিতর আনয়ন করা কঠিন হইবে না। লোকে যাহা ভালবাসে, তাহার প্রলোভন কখনও ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ তাহাতেই তাহার সুখ। একবার যদি তুমি জানিতে পার যে, অমুক এই এই ভালবাসে, তাহা হইলে তাহাকে তাহাই দিয়া তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিতে পার। রৌদ্রোত্তাপে উৎপীড়িত প্রাণী বৃক্ষচ্ছায়া পাইলে, সেই দিকে ছুটিয়া যায়,—তাহাকে প্রহার করিয়া সেই ছায়া হইতে তাড়াইয়া দিলেও সে আর যাইতে পারে না। সেই খানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আইসে। বালককে মিষ্ট দেখাইলে পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে। ঠিক্ সেইরূপ কিসে মানুষের মন,—কিসে কাহার মন মুগ্ধ হয়,—একবার জানিতে পারিলে, তখন আর তাহাকে ইচ্ছামত নাচাইতে কি? স্ত্রীজাতি কি পুরুষকে ঠিক্ এইরূপে নাচাইতেছে না? প্রেম লাভের ইহাই একমাত্র উপায়,—এতদ্ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

প্রেমদান।

যখন বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের পর জানিলাম যে অমুক এই বিষয়ে ভালবাসে ও এই বিষয়ে মুগ্ধ হয়, তখন সেই বিষয়ের আবির্ভাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অমুক এইরূপ কার্য্য ভালবাসে, এইরূপ গুণ ভালবাসে, এইরূপ শারীরিক সৌন্দর্য্য ভালবাসে তখন আমি সেই সকলের আবির্ভাবের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি রুচি অভ্যাস ও শিক্ষার সমষ্টি মাত্র। রুচি যাহা চাহে তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই,—তাহা সম্পূর্ণই কল্পনা প্রসূত বিষয়। এরূপ

অবস্থায় রুচি অনুগত বিষয় সংস্থানের ন্যায় সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই, কারণ রুচি কোন প্রকৃত বিষয় চাহে না,—রুচি কেবল মাত্র নিজ কল্পনায় গঠিত একটা মিথ্যা বিষয় লাভের জন্য ব্যাকুল।

এরূপ করিতে পারিলে ... অপরের মন মুগ্ধ হইবে। তখন ঐ মুগ্ধতা অবস্থা হইতে যাহাতে প্রেম জন্মে, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার নামই প্রেমদান। আমি যাহার জন্য মুগ্ধ না হইয়াছি, আমি যাহাকে ভালবাসি না,—তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? তাহার ভালবাসা লাভের জন্য আমি প্রয়াস পাইব কেন? আমি যাহাকে ভালবাসি. যখন চেষ্টা করিয়া তাহার ভালবাসা পাইলাম, তখন আমাকে যাহাতে তাহার সেই ভালবাসা হৃদয়ে স্থায়ী হয় তাহাই করিতে হইবে।

যিনি যাহাতে মুগ্ধ হন, চেষ্টা করিয়া তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। যিনি আমার মমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহার সম্মুখে যাহাতে আমার মমতা প্রকাশ হয় এরূপ কার্য্য করিতে হইবে। যিনি আমার যৌবন দেখিয়া ভুলিলেন, তাহাকে আমার যৌবন উপভোগ সুখ উপলব্ধি করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা দৃষ্টান্ত দিয়া এ বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইতে অক্ষম, যেহেতু ইহার দৃষ্টান্ত নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন আচরণ না করিলে কখন তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারা যায় না। তবে আমরা এই মাত্র বলি যিনি যাহাতে মুগ্ধ হয়েন, তাহারই পরিচালনা করার নামই প্রেম দান। প্রেম প্রকাশেই প্রেম দান হয়; সুতরাং এ বিষয় আমরা পর পরিচ্ছেদে লিখিতেছি।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রেমগ্রহণ ও প্রেম প্রকাশ।

অন্যের হৃদয়ের ভাব আমরা তিনটী বিষয়ের সাহায্যে অবগত হইতে পারি। এই তিনটী বিষয় এই,—(১) ভাবভঙ্গি (Expression) (২) কার্য্য প্রণালী (Conduct) (৩) চিন্তার গতি (Indications of the course of the thoughts) ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়ের ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়; হৃদয়ের ভাবের আধিক্য বা অল্পতায় ভাব ভঙ্গিরও অল্পতা ও আধিক্য হয়।

হৃদয়ের ও প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য ভাব ভঙ্গিরও তিনটী বিকাশ হয়; (১) মুখের ভাব (Feature). (২) স্বর (Voice) (৩) অঙ্গের ভাবভঙ্গি (Gesture) কিন্তু এই সকল ভাবভঙ্গি দেখিয়া হৃদয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত হওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে; কারণ হৃদয়ের কোন একটী ভাব এক ব্যক্তি যেরূপ বাহ্যিক ভাবভঙ্গি প্রকাশ করে, অপরে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই একই প্রকৃতির ভাবভঙ্গি প্রকাশ হয়,—প্রভেদের মধ্যে কাহারও অধিক, কাহারও অল্প, এই মাত্র। যাহার শরীরে জীবনী শক্তির ভাব যত অধিক, সে তত অধিক ভাবভঙ্গি প্রকাশে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। বালক যেরূপ আনন্দ হইলে ভাবভঙ্গি প্রকাশ করে, বৃদ্ধ সেরূপ করিতে পারে না।

কার্য্য প্রণালীর সহিত ইচ্ছার (Will) নিকট সম্বন্ধ। যাহাতে সুখ হয় তাহা করিতে মানবের স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়, আর যাহাতে দুঃখ হয়, তাহা করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছা হয়। সুতরাং লোকের কার্য্য প্রণালী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কাহার পক্ষে কোন্ কার্য্যটী প্রিয়। লোকের মনের ভাব দেখিতে হইলে, তাহার কার্য্য দ্বারা যত বুঝিতে পারা যায়, তত আর কিছুতেই বুঝা যায় না। ভাবভঙ্গি দেখিয়াও অনেক সময়ে অনেকের মানসিক ভাব প্রকৃত বুঝা যায় না, কিন্তু কার্য্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; আবার ভাবভঙ্গিও কার্য্য প্রণালী উভয় দেখিয়া বিবেচনা করিলে, তখন আর হৃদয়ের অবস্থা অবগত হইতে কোনই ক্লেশ জন্মে না।

লোকের চিন্তার গতি লক্ষ করিলেও মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। কারণ হৃদয় যাহাতে সুখ উপলব্ধি করে মনকে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে দেয় না। যাহাকে ভালবাসি তাহার কথা স্বতই মনে সর্ব্বদা উদিত হয়। তাহার চিন্তা সহস্র চেষ্টা করিলেও মন হইতে দূর করিতে পারা যায় না। দুঃখ সম্বন্ধেও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে বিষয়টার অত্যাধিক দুঃখ হয়, সে বিষয় ইচ্ছা করিয়াও মন হইতে দূর করা যায় না—

ইহাদের প্রত্যেকটী ধরিয়া বিবেচনা করিলে যদিও পরের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে ভ্রম হয়,—সকল গুলি একত্রে বিবেচনা করিলে এ ভুল হইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। সকল গুলি একত্রে দেখিলে কাহার হৃদয়ে কি অবস্থা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা দ্বারা পরের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারা যায়, ঠিক

তাহারই দ্বারা নিজের হৃদয়ের ভাবও পরকে বুঝাইতে পারা যায়। যে ভাবভঙ্গি, কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তার গতি দেখিয়া আমরা পরের হৃদয় দেখি, ঠিক সেই ভাবভঙ্গি, কার্য্য প্রণালী ও চিন্তার গতি দ্বারা আমরা আমাদের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে কয়েকটী শারীরিক বিকাশ আছে,—তাহারই আলোচনা প্রথম করা কর্ত্তব্য।

প্রেমের শারীরিক বিকাশের যন্ত্র প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা (১) স্পর্শেন্দ্রিয় (Touch) (২) জননেন্দ্রিয় (Lachrymal organs) (৩)গলার শিরার কম্পন (Movements of pharyux)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেমের প্রথম স্তর প্রীতি;—প্রীতি প্রকাশক যন্ত্র এই তিনটী। প্রেমিক প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র; কারণ আলিঙ্গনে সুখের উদয় হয়। কেন? হৃদয়ের প্রীতির ভাব মস্তিষ্ক হইতে তন্ত্রীনগুলা দিয়া সমস্ত শরীরে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ঐ তন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যদিয়া খর বেগে বৈদ্যুতিক তেজ (Nervo vital fluid) ছুটিতে থাকে। ঐ তেজ যতক্ষণ না সমাজের সহিত মিশিতে পারে, ততক্ষণ সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। অন্যশরীরের সহিত শরীর স্পর্শিত হইলে, তখন ঐ বৈদ্যুতিক তেজ আরও জীবনী শক্তি গ্রহণ করে, কারণ ঐ শরীরের বৈদ্যুতিক তেজ এ শরীরের আসিতে থাকে। আর যাহাতে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি হয় তাহাতেই সুখ। ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নারীর স্তন। প্রীতি বশতঃ হৃদয় উত্তেজিত হইলে,—বৈদ্যুতিক তেজ স্ত্রী জাতির স্তনে খরবেগে আসিতে থাকে। অনেকে বলিবেন, অন্যস্থানে না গিয়া স্তনে আইসে কেন? এই তেজ উত্তেজিত হইলে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হয়,—

শরীরের সর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া পথ অনুসন্ধান করিতে থাকে। মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যায়,—নারী জাতির স্তন শরীরের মধ্যস্থ একটি অঙ্গের প্রান্ত সীমা বলিয়া স্তনের বৈদ্যুতিক স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তখন স্তনবৃন্ত কঠিন ও দৃঢ় হয়। শরীরস্থ বৈদ্যুতিক তরল পদার্থ,—সকলেই দেখিয়াছেন, তরল পদার্থ কোন প্রান্ত ভাগ পাইলে তথা দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করে; আমরা ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখাইব। গাড়ুর ভিতর জল ঢালিলে ঐ জল প্রথম গাড়ুর নলের দিকে ধাবিত হয়।

ইহাও ঠিক সেই রূপ। এই জন্যই অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্তনে বৈদ্যুতিক তেজ (Nervo vital fluid) অধিক পরিমাণে আইসে,—আর এই জন্যই পুরুষ স্ত্রীলোকের স্তন স্পর্শ করিলে হৃদয়ে এত আনন্দ বোধ করে। যে অঙ্গ হইতে যত জীবনীশক্তি হৃদয়ে আইসে, সেই অঙ্গের স্পর্শে তত সুখ জন্মে।

এই জন্যই জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনায় লোকে এত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। যতক্ষণ শরীরের জীবনীশক্তির অঙ্গ সকল (Vital functions) কার্য্যতৎপর থাকে, ততক্ষণই সুখ বোধ হয়,—তৎপরে তাহার পরিণামে সুখেরও পরিণাম ঘটে।

গলার নলের সহিতও প্রেমের সম্বন্ধ। অনেকে নিশ্চয়ই একথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দুঃখের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাই। সকলেই দেখিয়াছেন, অত্যধিক দুঃখ হইলে কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না,—কে যেন গলা চাপিয়া ধরে। গলার ভিতরস্থ নল (Pharyux) যেন স্ফীত

হইয়া গলা একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। যাহা দুঃখে হয়, তাহা সুখেও হয়। মানুষ দুঃখের সময় এটী লক্ষ্য করিয়া দেখে বলিয়া দেখিতে পায়, আর সুখের সময় লক্ষ্য করিয়া দেখে না বলিয়াই দেখিতে পায় না।

দুঃখের সময়ও যেরূপ গলা বদ্ধ হইয়া যায়, আনন্দের সময়ও ঠিক সেইরূপ গলারুদ্ধ হয়, কথা কহিতে পারা যায় না। এই নলের সহিত চক্ষুর ক্রন্দন যন্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। যখন হৃদয়স্থ উত্তেজনায় গলার নল অত্যধিক স্ফীত হইয়া উঠে, তখন আর কথা কহিয়া হৃদয়ের আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা যায় না। তখন করুণাময় বিধাতার অদ্ভুত কৌশলে চক্ষু হইতে জল ধারা বহিতে থাকে। এই জন্যই কি সুখ কি দুঃখ, উভয় ভাবেই চক্ষুর জল অবিরত ধারে বহিতে থাকে।

শরীরের এই সকল যন্ত্রের দ্বারা প্রীতির সুখ, হৃদয়ে দান ও গ্রহণ করিতে পারা যায়। আত্মঅস্তিত্ব রক্ষায় সুখ স্থায়ী করিবার জন্য সতঃই মন যায়। সুতরাং এই সকল সুখও স্থায়ী করিতে ইচ্ছা হয়,—এই সুখের আশা প্রকাশ ও সুখ উপ ভোগের সন্তোষ প্রকাশ হইতেই, মৃদু হাস্য, কটাক্ষ, মধুর স্বর ইত্যাদি অন্যান্য নানা প্রেমের কার্য্য বিকাশ পায়। এই সকল কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দ্বিতীয় ভাগে "প্রেমরঙ্গে" লিখিত হইবে।

প্রেম প্রকাশ করিতে এবং প্রেম গ্রহণ করিতে যিনি অক্ষম, তিনি কখন প্রেম লাভে সক্ষম হয়েন না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ঘাতপ্রতিঘাত প্রেম বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায়। যদি প্রেম প্রকাশই হইল না, তবে ঘাত প্রতিঘাত কোথা হইতে আসিবে। আমরা প্রেম লাভের ও প্রেম দানের

উপায় উপরে যথাসাধ্য বলিয়াছি,—কিন্তু লাভ করিয়া ঐ প্রেম স্থায়ী করা কর্ত্তব্য। যদি হৃদয়ের প্রেম উভয়ে উভয়ে না জানিতে পারিলেন, তবে প্রেম কিরূপে উৎকর্ষ লাভ করিবে।

প্রীতি প্রকাশ অতি সহজ কার্য্য,—কিন্তু প্রেম প্রকাশ তত সহজ কার্য্য নহে। কেবল ভাবভঙ্গি ও কার্য্য-প্রণালী দ্বারাই প্রেম প্রকাশ করিতে পারা যায়। ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক কার্য্য-হইলেও ইহাও শিক্ষায় উৎকর্য লাভ করে। আমার হৃদয়ে বিরক্তি আসিলে আমার ভ্রূ স্বভাবতঃই কুঞ্চিত হয় সত্য, হৃদয়ে আনন্দ উপলব্ধি হইলে ওষ্ঠে হাসি সতঃই আইসে সত্য,—হৃদয়ে দুঃখের উদয় হইলে বিষাদের ছায়া মুখে পড়ে সত্য, কিন্তু হয়তো পরকে আমার হৃদয়ের ভাব বুঝাইবার মত ভাব ভঙ্গি বা মুখের আকৃতি হয় না। ইহা শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধন হয়। তাহার দৃষ্টান্ত অভিনয়। যিনি উৎকৃষ্ট অভিনেতৃ তিনি আপনার মুখে সকল প্রকার ভাবভঙ্গি আনয়ন করিতে পরেন। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,তিনি কি ভাবিতেছেন, তাহার মানসিক ও হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ,—তাঁহার মনে সুখ দুঃখ বিরক্তি না ক্রোধ আছে ? আমরা তো তাহা পারি না। তিনি ইচ্ছা করিলে অপরকে কাঁদাইতে পারেন, হাসাইতে পারেন, আমিতো তাহা পারি না। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের হৃদয়ের যে কোন বৃত্তির উত্তেজনা করিতে পারেন,—তুমি আমি তাহা পার না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে ; তিনি তাহার মুখের ভাব ভঙ্গি (Feature) স্বর (Voice) ও অঙ্গের ভাবভঙ্গি (Gectures) এরূপ আয়ত্তাধীন করিয়াছেন, ইহাদের পরিচালনা করিয়া এরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে ইহাদের

পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। যদি আমরা ইচ্ছা করি ও চেষ্টা করি তবে আমাদেরও ঠিক ঐরূপ ক্ষমতা লাভ হয়।

প্রেম বৃদ্ধির জন্য এই সকল ভাব ভঙ্গির উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য। যদি ভাব ভঙ্গির দ্বারা, স্বরের দ্বারা একজন কাঁদাইতে পারে, তাহা হইলে ঐ রূপে নিজের হৃদয়ের প্রেম উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলে অপরের হৃদয়ে প্রেমের বৃদ্ধি সাধন কোন ক্রমেই আর কঠিন বলিয়াই বোধ হইবে না। লোকে সহজে কাঁদিতে চাহে না, কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন সকল অভিনেতৃ আছেন যে তাহারা দুই কথায় সহস্র সহস্র লোকের চক্ষু হইতে জলধারা নির্গত করিতে পারেন। হৃদয়ের ঠিক স্থানে আঘাত করিতে পারিলে না কাঁদিয়া, না হাসিয়া, বা না ভালবাসিয়া কি আর থাকা যায়। জল তৃষ্ণার কষ্ট যে কখন উপভোগ করে নাই, সে আর এক ব্যক্তিকে তৃষ্ণার্থ দেখিয়া তাহার কষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে না। ভক্ত ভক্তের অভিনয় দেখিলে কাঁদিয়া ফেলে। পুত্রশোকে কাতরা জননী পুত্র শোকের অভিনয় দেখিলে কাঁদিয়া উঠেন; কারণ তাঁহাদের ঠিক মর্ম্ম স্থানে সে আঘাত লাগে। যদি প্রকৃতির ভাব ভঙ্গির দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে সক্ষম হও, তবে পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যায়, পাষাণ পর্য্যন্ত তোমায় ভালবাসে,—মানুষ তো কোন ছার।

ইংরেজি উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক যুবক অনেক যুবতীর প্রেম কেবল ভাবভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা নিজ হৃদয়ে প্রকাশে সমর্থ হইয়াই প্রেম লাভ করিয়াছেন। আমরা এমন দৃষ্টান্তই দেখিয়াছি, যে যাহাকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করিত, সেই শেষে আবার তাহাকে ভালবাসিয়াছে। প্রকৃত প্রেম প্রকাশের এমনই ক্ষমতা।

আর্য্য কবিগণ এই প্রেম প্রকাশের একটী মধুর নাম দিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম "সাধনা।" সাধনা কি সহজে হয়? না শিখিলে কি কখন সাধনা করিবার ক্ষমতা জন্মে? সকলে কি সাধনা করিতে জানে? আমরা উপরে যে অঙ্গের ও মুখের ভাবভঙ্গির কথা বলিলাম সেই ভাবভঙ্গির দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই সেই সাধনা হইল। ইহাতে শিক্ষার প্রয়োজন। অভিনেতৃগণ যেরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক। সকলে কি সাধনা জানে? ভারতবর্ষে একজন সাধনা জানিতেন; ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় সাধনা আর কেহ জানিতেন না। পৃথিবীর আর কোথায়ও কেহ সে রূপ সাধনা করিতে পারিবেন কি না তাহাও সন্দেহ।

ইনি কে? এই "সাধনার" রাজা কে, তাহা কি হিন্দুকে বলিয়া দিতে হইবে? আর কে হইবেন? বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এ জগতে আর কে প্রকৃত সাধনা জানেন? তিনি জানিতেন, তাহাই ষোড়শ গোপিনী তাঁহার জন্য পাগল। তিনি জানিতেন, তাহাই শ্রীরাধা তাহার জন্য উন্মত্তা,— তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিলে যে গোপিনীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিত। যে ভাবভঙ্গিতে প্রেম প্রকাশে সক্ষম, তাহাকে না ভালবাসিয়া কে কবে কোথায় থাকিতে পারে?

কোন্ ভাবভঙ্গিতে হৃদয়ের কোন্ ভাব প্রকাশ হয়, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ কখনও শিখিতে পারে না। যেমন সঙ্গীত নৃত্য বই পড়িয়া শিখা যায় না, ঠিক তেমনই অভিনয়ও পুস্তক পাঠ করিয়া শিখা যায় না। এ সকল বিষয় দেখিয়া শিখিতে হয়।

সকলেই দেখিয়াছেন, চিন্তায় কপালে রেখা পড়ে, বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, ক্রোধে চক্ষু আরক্ত হয়; আনন্দে ওষ্ঠে হাস্য ক্রীড়া করে। এইরূপে একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে, কোন্ ভাবভঙ্গিতে কি ভাবের প্রকাশ হয় তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতেই কার্য্য শেষ হইল না। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদয়ের যে ভাবে যে ভাবভঙ্গি হয়, উহাতে অপরের হৃদয় বিচলিত (Impression) করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য অভিনয় শিক্ষা আবশ্যক। অনেকে হয় তো একথা শুনিয়া হাসিবেন, কিন্তু আমরা কাহাকেও ষ্টেজে উঠিয়া হাত পা নাড়িয়া অভিনয় শিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না। এই সকল ভাবভঙ্গির একটু পরিচালনা করিলেই ইহারা উৎকর্ষ লাভ করিবে। বিরক্তি জন্মিলে যদি ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, তবে ঐ ভ্রূ-কুঞ্চিত কে একটু পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাবে করিলে, সকলে বুঝিবে যে তোমার হৃদয়ে বিরক্তি জন্মিয়াছে। অন্যান্য সকল বৃত্তিই সম্বন্ধেও এইরূপ। সকলই পরিচালনা সাপেক্ষ। যাহার পরিচালনা করিবে তাহারই উন্নতি হইবে।

এইরূপে তুমি নয়ন দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা, স্বরের দ্বারা, মুখের ভাবভঙ্গি দ্বারা, হস্ত পদাদি অঙ্গের ভঙ্গির দ্বারা হৃদয়ের প্রেম প্রকাশ করিতে পারিবে। ইহারই নাম সাধনা। সাধনা যদি শিখিতে হয় তবে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী পাঠ কর। যখন রাধার অভিমান আর কিছুতেই যায় না,—কত সাধ্য সাধনা, কত কাকুতি মিনতি, কত ভাবভঙ্গি,—রাধার বড়ই কঠিন মান,—সে মান আর যায় না,—তখন শ্রীকৃষ্ণ জগতে সাধনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই যেন শ্রীরাধার রাঙ্গা চরণ দুখানি হস্তে ধরিয়া বলিলেন "স্মর গরল খণ্ডন, মম শিরসি মণ্ডনং,—

দেহি পদ পল্লব মুদারং।" কিছুতেই যদি এ দারুণ মান না যায়, তবে দেও, প্রেয়সি, ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানি মাথায় রাখি।

প্রেম লাভ কি সহজে হয়? স্বয়ং ভগবানকে যাহার জন্য মস্তকে রমণী চরণ ধারণ করিতে হইয়াছিল, তুমি আমি যে তাহা বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায়, এক দিনে লাভ করিবার প্রয়াস পাই ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তুমি আমি সকলেই যাহার সুন্দর মুখখানি দেখি, তাহাকেই ভালবাসিবার জন্য পাগল হই; তাহার ভালবাসা লাভের জন্য ব্যাকুল হই। তাহার ভালবাসা পাইবার জন্য কোন চেষ্টাই করি না,—কেবল হৃদয়ের যন্ত্রণায় ছট ফট করিয়া বেড়াই। মানুষ তো ক্ষুদ্র জীব নয়,— মানুষের ক্ষমতা যে দিন দিন বৃদ্ধি পায়,—মানুষের ক্ষমতা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহার স্থিরতা নাই। এমন মানুষ কি পশুর ন্যায় কেবল যন্ত্রণা পাইবে? কিসে সুখ আছে, কি হইলে সুখ লাভ হয়,— এ সকল জানিয়াও কি মানব পাষাণের ন্যায় নিরস্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে? প্রেম লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারা প্রেম লাভ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবে? কেন?

তাহা নহে। একবার হিন্দু শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর,— একবার হিন্দুর আরাধ্য দেবতার দিকে চাও,—তিনি মানুষকে দেখাইয়া গিয়াছেন চেষ্টায় প্রেম লাভ হয়। চেষ্টা করিলে ষোড়শ গোপিনী কেন,—জগতসুদ্ধ লোক, তোমার প্রেমে পাগল হইতে পারে? সকলই যত্ন, চেষ্টা ও আয়াস সাধ্য। বিনা চেষ্টায় এ সংসারে কিছুই হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

অন্যকে আকৃষ্ট করা।

অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়,—পার্থিব জগতে শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ গোপিনীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক জগতে তিনি সমস্ত হিন্দুর হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সমাজে যিশু প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়খ্রীষ্টান মাত্রেরই ভাল বাসার পাত্র। পরকে আকর্ষণ করা যায়। এ ক্ষমতা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে,—একটু চেষ্টা করিলেই এই ক্ষমতার উৎকর্ষসাধন হয়।

এ ক্ষমতা কি? এই ক্ষমতা কি বুঝিতে না পারিয়াই ভারতে কেহ কেহ "সম্মোহন" ও "বশীকরণ" ইত্যাদির মন্ত্র আবিষ্কার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এখনও অনেকে এই মন্ত্রে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু "সম্মোহন" ও "বশী-করণ" মন্ত্র না জানিলে যদি অপরকে আকৃষ্ট করা না যাইত, তবে শ্রীকৃষ্ণ কখনই গোপিনীদিগের হৃদয় হরণে সক্ষম হই-তেন না।

"সম্মোহন" ও "বশীকরণের" জন্য মন্ত্র শিখিতে হয় না। এ মন্ত্র নিজের হাতেই আছে। আমরা এ পুস্তকে এতক্ষণে যাহা বলিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া আর কেহ কি বলিতে পারেন যে, ইচ্ছা করিলে বা চেষ্টা করিলে অপর কে আকর্ষণ করা যায় না। যখন হৃদয়ের প্রবৃত্তি সকলের প্রকৃতি জানিলাম, যখন শরীরের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ বুঝিলাম, যখন প্রেমের সহিত

ইহাদের কি সংযোগ জ্ঞাত হইলাম, এতদ্ব্যতীত কিসে প্রেম জন্মে, কিসে প্রেম লাভ হয়, কিসেই বা প্রেম প্রকাশ হয়,—এসকল অবগত হইলে আর কি অপরকে আকর্ষণ করা কঠিন কার্য্য ?

কিন্তু এ সকল পরীক্ষাসাপেক্ষ কার্য্য। আমরা বলিলেই যে সকলকে বিশ্বাস করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমরা সকলে আমাদের প্রস্তাবিত উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঔষধ যখন পরীক্ষা না করিলে তাহার গুণ জানিতে পারা যায় না, কেবল ঔষধ দেখিয়া তাহার দোষ গুণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না,—ঠিক সেইরূপ আমাদের প্রস্তাবিত উপায় কেবল পাঠ করিয়া ইহার সত্যাসত্য অবগত হইবার উপায় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখুন,—আমাদের বিশ্বাস, যদি আমাদের প্রস্তাবিত প্রথামত কেহ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, তবে তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা এতক্ষণ যাহা দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, এতক্ষণ আমরা যাহা প্রমাণিত করিয়াছি এক্ষণে অপরকে আকর্ষণ করিতে, কি করিতে হইবে, তাহাই তাহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সহজ বোধের জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। পরকে আকর্ষণ করিতে হইলে প্রথম দেখা উচিৎ, মানুষ কিসে আকৃষ্ট হয়। শারীরিক, বাহ্যিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যই মানুষকে আকর্ষণ করে,—কারণ সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে সুখ জন্মে, তাহা স্থায়ী করিবার জন্যও ইচ্ছা হয়। সুতরাং সৌন্দর্য্য হইতেই আকর্ষণ জন্মে। সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি করিতে পারিলেই অপরকে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়।

২। সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি কিসে হয়? শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিলে শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। শরীরের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইলে তবেই শরীরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য জন্মে।

৩। মন ও হৃদয়ের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি গুলিকে দমন করিয়া উহাদের সমস্ত সুপ্রবৃত্তি সকলের উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারিলে মনও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। দয়া, মায়া, মমতা, সহানুভূতি স্নেহ মহত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত হৃদয়ের এবং বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার মেধা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন হইলে অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হয়,—তাহার প্রতি আপনই আকর্ষণ করে।

৪। তৎপরে যাহার ভালবাসার প্রয়াসী, তাহার রুচি কিরূপ তাহাই দেখিতে হইবে। কারণ রুচিই সৌন্দর্য্যের মূল। এই রুচি ভেদের জন্যই সৌন্দর্য্যেরও ভেদাভেদ হয়। এই জন্যই তুমি যাহাকে ভালবাস, আমি তাহাকে ভালবাসি না, তুমি যাহাকে সুন্দর দেখ, আমি তাহাকে সুন্দর দেখি না। যাহার যেমন রুচি, সৌন্দর্য্য বোধও তাহার তেমনই রুচি অনুগত হয়।

৫। রুচি বোধের উপায় কি? বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ধীর ভাবে ভাবভঙ্গি, কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তার গতি লক্ষ্য করিতে থাকিলে তবেই সময়ে কাহার কিরূপ রুচি তাহা জানিতে পারা যায়।

৬। সকলেরই একটা না একটা বিষয়ে টান (Favouratism) আছে। ঐ বিষয়টাও তাহার হৃদয় অন্যান্য বিষয় হইতে সহজে ও শীঘ্রই আকৃষ্ট হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিনই আমাদের আশে পাশে চারিদিকে দেখিতে পাই।

৭। কাহার কোন বিষয়ে টান আছে, তাহা প্রথম বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ বিষয়টী অবগত হইলে তখন ঐরূপ কার্য্যের আয়োজন করিলে, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হইবেন। কারণ হৃদয়ের ঐটীই দুর্ব্বলতা। ঐ দুর্ব্বলতাটী আছে বলিয়াই উহাতে তাহার টান। এখানে তাহার হৃদয় দুর্ব্বল, এ প্রলোভনের মায়া কাটাইতে তিনি পারেন না। তাহার যাহাতে যাহাতে টান, তাহা তাহা করিলে, তিনি আকৃষ্ট হইবেনই হইবেন। সে আকর্ষণ খণ্ডন করিতে কখনই সক্ষম হইবেন না।

৮। আকর্ষণ জন্মিলে তখন প্রেম উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রেমের প্রথম বিকাশ, প্রীতি। সহবাস ইত্যাদিতে প্রীতির উৎকর্ষতা জন্মে।

৯। প্রেমের উৎকর্ষতা সাধনের উপায়, ঘাত প্রতিঘাত। অর্থাৎ তুমি যত নিজ হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করিয়া জানাইতে পারিবে, ততই অন্য হৃদয়ে প্রেম প্রবল হইবে।

১০। ভাবভঙ্গীর দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে পারা যায়। ভাবভঙ্গী প্রভৃতির সাধারণ নাম সাধনা। সাধনার উৎকর্ষ জন্মে। পরিচালনা, অভ্যাস ও চেষ্টায়ই সাধনার দক্ষতা জন্মাইয়া দেয়। যে যত প্রেম প্রকাশে সক্ষম, সে তত প্রেম লাভ করিতে পারে।

১১। বিরহ, অভিমান, ইত্যাদি প্রেমের প্রবাহ রোধ করিয়া প্রেমকে দ্বিগুণিত করে। মধ্যে মধ্যে প্রেমের প্রারম্ভে ইহাদের বিকাশে প্রেম বৃদ্ধি ব্যতীত প্রেমের লাঘব হয় না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নরনারীকে সম্পূর্ণ রূপে প্রেমাধীন ও আয়ত্ত্বাধীন করিবার উপায়।

একবার যাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়, তাহাকে ক্রমে সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন করা অসম্ভব নহে। আমরা কি দেখিতেছি না, এ সংসারে কত কত লোক এইরূপ অপরের আয়ত্ত্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে; আমরা কি দেখিতেছি না যে, কত লোক স্ত্রীলোকের দাসত্ব করিতেছে। রমণী মায়া জালে পতিত হইয়া, আজীবন রমণী চরণে পড়িয়া আছে। ধীবর একবার জালে মাছ আসিলে, সে মাছ কি সহজে ছাড়িয়া দেয়?

এখন দেখা যাউক, অপরকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত্বাধীন কিসে করিতে পারা যায়?

সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যকে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া, নিজ নিজ পথে বিচরণ করিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি মাধ্যাকর্ষণের শক্তি এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি নষ্ট করেন, তাহা হইলে, পলকের মধ্যে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। যাহা দেখিতে পাই না, যাহা উপলব্ধি করিতে পারি না, যাহা কি তাহা বুঝি না, তাহারই দ্বারা তিনি জগৎকে স্থির রাখিয়াছেন, তাহারই দ্বারা তিনি সৃষ্টি পালন করিতেছেন।

জড় জগতে গ্রহ নক্ষত্রকে তিনি যে সুকৌশলে চালাইতে-

ছেন, ঠিক সেই সুকৌশলে প্রাণী জগতকেও চালাইতেছেন। কোথা হইতে তিনি কি এক অদ্ভুত শক্তি মানবের মনে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রাণী মরিতে চাহে না,—প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিয়াই সুখ।

আবার গ্রহনক্ষত্রাদির ন্যায় জীবদিগকে স্ব স্ব স্থানে রাখিবার জন্য তিনি তাহাদের প্রাণে এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ন্যস্ত করিয়াছেন। এই শক্তির বলে স্ত্রী পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়, পুরুষ স্ত্রীর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই শক্তির প্রভাবে প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা হয়। মানব অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ,—সুতরাং মানবমনে এই আকর্ষণ শক্তিরও শ্রেষ্টত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রেম।

সকলকে সকলের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,—প্রেম। একদিন প্রেমকে সংসার হইতে অপসারিত করিলে, তৎপর দিবস সংসারে প্রলয় উপস্থিত হয়। এক মুহূর্ত্তের জন্য বিধাতার এই অত্যাশ্চর্য্য কৌশলময়ী প্রেম যদি না থাকে, তাহা হইলে স্থষ্টি বিলোপ পায়। কে বলিতে পারে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও প্রেমের একরূপ বিকাশ নহে? এই জন্যই ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, ভগবান প্রেমময়। আমরা এ সংসারে যাহা কিছু দেখি,—যে কোন প্রেম দেখি, সমস্তই তাঁহারই বিকাশ মাত্র। তিনি ভিন্ন এ সংসারে আর কিছুই নাই।

প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে,—কিন্তু প্রেম অপরকে কি আয়ত্বাধীন করিতে পারে? জড় জগতে এ দৃশ্যতো দেখা যায় না। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ঘূরাইতে পারে না।

জড় জগতে পদার্থের সুখ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।

তাহাই আমরা জড় জগতে কেহ কাহারও দাস হইয়াছে ইহা দেখিতে পাই না। সকলই স্ব স্ব প্রধান হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতেছে। কিন্তু জীব জগতে সুখ উপলব্ধি হয়। একবার সুখ উপলব্ধি করিতে পারিলে ঐ সুখ ক্রমান্বয়ে উপভোগের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। তখন হৃদয় সুখের প্রয়াসী হইয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে; তখন আর তাহার বল থাকে না। সুখের জন্য সে ব্যাকুল হয় যেখানে সুখ সেই খানে যায়। যে সুখ প্রদান করে তাহারই দাস হইয়া পড়ে; পাছে তাহার অসন্তোষ ঘটিলে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করে, এই ভয়ে তাহার দাসানুদাস হইয়া পড়ে।

অহিফেন বিষ; অহিফেন সেবনে প্রাণীর প্রাণ বাঁচে না,— কিন্তু একবার অহিফেন সেবন আরম্ভ করিলে প্রাণী ঐ অহি-ফেনের দাস হইয়া পড়ে। কারণ অহিফেন সেবনের অভাবে জীবনী শক্তিরও অভাব হইয়া পড়ে,—সুতরাং আর অহিফেন সেবন না করিলে চলে না।

যাহার নিকট থাকিলে, যাহার সহিত কথা কহিলে, যাহার অঙ্গস্পর্শ করিলে, যাহাকে দেখিলে, আমার হৃদয়ে অপার আনন্দের উদ্রেক হয়; যাহার সহিত বসবাসে আমার হৃদয়ে যে সুখ হয়, সে সুখ আর জগতের কোথায়ও নাই;—তাহাকে পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন কার্য্য। সে সুখটুকুর মায়া মানুষ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না,—তাহাই তাহার দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে সম্মত। এই কারণেই সময় সময় আমরা দেখিতে পাই, কেহ কেহ বারবনিতার মায়া জালে পতিত হইয়া আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। এই জন্যই আমরা কাহাকে কাহাকে "স্ত্রৈণ" দেখিতে পাই।

যে যাহাতে সুখ পায়, যে যাহাতে আনন্দ উপলব্ধি করে,—যে সুখ আর অন্য কোথায়ও পায় না, তাহাকে সেই সুখটুকু দিয়া, তাহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। অহিফেন সেবককে একটু অহিফেন দিয়া তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা নাচাইতে পারা যায়; যে মদ খায় তাহাকে তাহার প্রলোভন দেখাইয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইতে পারা যায়। এইরূপ যে যাহা ভালবাসে তাহাকে তাহাই দিতে পারিলে সে সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন হয়।

মদ বা অহিফেন বা অন্য কোন দ্রব্য মানুষ চেষ্টা করিলে অনেক স্থানে পাইতে পারে। কিন্তু মানুষের মনও হৃদয়ে কতকগুলি বিষয়ের অভাব আছে, মানুষের মন ও হৃদয় কতকগুলি বিষয় চাহে,—ঐ বিষয় গুলি ভালবাসা; ঐ বিষয়গুলি মানুষ ইচ্ছা করিলে পায় না। এ সুখের বিষয় অর্থে মিলে না, পরিশ্রমে লাভ হয় না। এ হৃদয় ও মনের অভাব কেবল হৃদয় ও মনই পূর্ণ করিতে পারে। এই সকল অভাব দূর হইলে মানব যে সুখ উপলব্ধি করে, সেরূপ সুখ আর কিছুতেই পায় না। তাহাই, যে মানবের এই সকল সুখ দান করিতে পারে বা দান করিবার প্রলোভন দেখায়, মানব কুকুরের ন্যায় তাহারই অনুগামী হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয়ের এই সকল অভাব কি? হৃদয়ের এই সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা, এই জীবনী শক্তি, বৃদ্ধি সাধনের ইচ্ছা, কিরূপে অপরের হৃদয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া অবগত হইতে পারা যায়। একবার যাহাকে আকর্ষণ করা যায়, তিনি কিসে আকৃষ্ট হইলেন তাহাই অবগত হইতে পারিলে, তখন যত দিন ইচ্ছা তাঁহাকে দাসানুদাস করিয়া রাখিতে পারা যায়।

কে কিসে মুগ্ধ হন, কে কিসে সুখ উপলব্ধি করেন, তাহা লিখিয়া বলা যায় না। ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান যায় না। ইহা দেখিয়া শুনিয়া, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া জানিতে হয়। যখন জানিলাম যে, ইনি ইহাতেই মুগ্ধ হন, ইনি ইহাতেই পরম সুখ উপলব্ধি করেন; যখন বুঝিলাম, ইনি এই সুখের প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবেন না,—ইহার সমস্ত জীবনীশক্তি এই সুখ লাভের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন আমি তাঁহাকে কেবল ঐ সুখটুকু দান করিলে তিনি আমার কর কবল হইতে ইহ জীবনে মুক্ত হইতে পারিবেন না। মানুষ যখন সামান্য অহিফেন বা মদের প্রলোভন কাটাইতে পারে না, তখন কিরূপে হৃদয়ের এই সকল মাদক দ্রব্যের মায়া কাটাইবে?

কিন্তু হৃদয়ের এই সকল মাদক দ্রব্যের সহিত পার্থিব মাদক দ্রব্যের একটু পার্থক্য আছে। পার্থিব মাদক দ্রব্যের পরিবর্ত্তন ঘটে না,—কিন্তু মানসিক দ্রব্যের দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, রুচির পরিবর্ত্তন হয়। যিনি যাহাকে আয়ত্ত্বাধীন রাখিতে চাহেন, তিনি তাহার প্রতি দিবা রাত্রি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তাহাকে "নয়নে নয়নে" রাখিবেন। কারণ যদি তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হয়েন, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহা হইতে নিজ দৃষ্টি অপসারিত করেন,—তবে কে জানে, সেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে, তিনি আর তোমাতে সুখ না পাইয়া, অন্যত্র সুখের চেষ্টায় যাইতে পারেন। রুচির মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন ঘটে। তুমি ভাবিলে, আর ভয় কি, ইহাকে তো কর কবলিত করিয়াছি, এ আর আমার হাত হইতে কোথায় যাইবে

তোমার মনে যে দিন এই ভাবের উদয় হইবে দেখিবে, সেই দিনই তুমি যাহাকে কর কবলিত, চিরজীবনের জন্য তোমার দাসত্বে নিযুক্ত মনে করিতেছ, তিনি আর তোমার দাসত্বে নিযুক্ত নাই। তিনি তোমার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পলাইয়াছেন। কি দিন, কি রাত্তি, সকল সময়ে তোমার দৃষ্টি যদি তাহার উপর রাখিতে পার,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তোমার দৃষ্টি তাহা হইতে অপসারিত না হয়। তাহার হৃদয়ে কখন কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা যদি নখ দর্পণের ন্যায় তোমার সম্মুখে থাকে,—তাহার রুচি কখন কি ভাব ধারণ করিল, তাহা যদি তুমি সকল সময়ে অবগত হইতে পার,—আর যদি তাহার হৃদয়ে পরিবর্ত্তন এবং রুচির বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুচি অনুমোদিত কার্য্য করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পার,—তাহা হইলে চিরকালই তিনি তোমার আয়ত্ত্বাধীন থাকিবেন। সহস্র চেষ্টা করিলেও তিনি কখনও তোমার করকবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না।

পরকে আয়ত্ত্বাধীন করিয়া লাভ কি? এ সংসারে এ প্রশ্ন করিতে কেহই সাহস করেন না,—কারণ পরকে আয়ত্ত্বাধীন করিতে পারিলে হৃদয়ে যে সুখের উদয় হয়,সে সুখ সহজে মিলে না। ইহাকে দার্শনিকগণ "ক্ষমতা-প্রসূত-সন্তোষ" (Emotions of power) বলেন। জীবনী-শক্তির অত্যধিক বিকাশের নাম "ক্ষমতা-প্রসূত-সন্তোষ।" অপরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তবেই এ সন্তোষের উপলব্ধি হয়। অন্য অপেক্ষা আমার ক্ষমতা অধিক বলিলে বুঝিতে হইবে যে, অন্য অপেক্ষা আমার মানসিক ও শারীরিক জীবনী-শক্তি (Vitality) অধিক,—অর্থাৎ আমার শারীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

ও ইন্দ্রিয় সকল এবং মানসিক ও হৃদয়ের বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবনী-শক্তি থাকা বশতঃ আমার,—হৃদয়ে স্বতঃই একটা সুখ বোধ হয়। আবার যখন আমার জীবনী-শক্তির অস্তিত্ব অন্যের সহিত আমার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার তুলনা করিয়া জানিতে পারি, তখন আমার হৃদয়ে সেই "জীবনী-শক্তির-অস্তিত্ব" জ্ঞান বশতঃ আর একটা সুখ বোধ হয়। এই উভয় সুখের সম্মিলন হয় বলিয়াই অন্যকে আয়ত্বাধীন করিতে পারিলে এত সুখ; কারণ অন্যাপেক্ষা আমার ক্ষমতা অধিক না হইলে, কখনই অন্যকে আয়ত্বাধীন করিতে পারা যায় না।

প্রথম মানুষ আয়ত্বাধীন হয়,—কিন্তু ঐ আয়ত্বাধীন অবস্থাকে ক্রমে যদি "প্রেমাধীন অবস্থায়" আনয়ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আয়ত্ত শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রেমের কখনও পরিবর্ত্তন ঘটে না,—কারণ প্রেম কোন বিশেষ বিষয় নহে,—প্রেম কেবল মাত্র আকর্ষণ। যখন কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য আকর্ষণ থাকে না, আকর্ষণের প্রলোভন,—আকর্ষণের সুখের জন্য আকর্ষণ থাকে,—তখন ঐ আকর্ষণ তিরোহিত হইবার আর কোনই সম্ভাবনা থাকে না। বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে না। বিশেষ বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই শক্তির পরিবর্ত্তন প্রতীয়মান হয়,—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শক্তির পরিবর্ত্তন হয় না। প্রেম যতদিন কোন একটা বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকে, —যেমন সৌন্দর্য্যের জন্য প্রেম, বা গুণের জন্য প্রেম,—তত দিন ঐ বিশেষ বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া প্রেমেরও পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু প্রেমের এরূপ অবস্থা হয় যখন প্রেম কিছুই অবলম্বন

করিয়া থাকে না, যখন প্রেম প্রেমের জন্যই রহে। যখন ভালবাসা ভালবাসার জন্যই থাকে অন্য আর কিছুরই জন্য রহে না তখনই সেই প্রেমকে চির স্থায়ী ও অনন্ত কাল স্থায়ী প্রেম বলা যাইতে পারে। সে প্রেমের আর বিরাম নাই, শান্তি নাই, শেষ নাই, পরিবর্ত্তন নাই। সে প্রেম কি তাহাই আমরা প্রেম লহরীর দ্বিতীয় তরঙ্গ "প্রেম রঙ্গে" বিশুদ্ধ রূপে বর্ণনা করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম রাজ্য।

আইস ভাই, একবার প্রেম রাজ্যে যাই। প্রেম রাজ্যের পথ সহজ না হইলেও পথ কণ্টকাকীর্ণ নহে; কঠিন ব্রত উদ্যাপনের জন্য কঠিন সাধনার প্রয়োজন। কেহ পথের কষ্টে পশ্চাদ্পদ হইবেন না,—কেহ দুই একটা কণ্টকের ভয়ে গোলাপ আহরণে ক্ষান্ত হইবেন না।

প্রেম রাজ্যের বিমল জ্যোতিঃ যতক্ষণ না নয়ন পথে পতিত হয়, ততক্ষণই প্রেমের পথ ক্লেশকর ও দুরারোহ বলিয়া প্রতীতি হয়। যতক্ষণ না সেই রাজ্যের পবিত্র আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণই হৃদয়ে ক্লেশ বোধ হইতে থাকে, কিন্তু একবার দূরে, অতি দূরে সেই স্বর্গ রাজ্যের মধুর আলোক নয়ন গোচর হইলে তখন আর কোন ক্লেশই বোধ হয় না। সেই

আলোকের প্রতি রশ্মিতে রশ্মিতে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। তখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ে সুধা ঝরিতে থাকে,—তখন বিমল আনন্দে মন প্রাণ বিহ্বল হইয়া পড়ে। প্রেম তত্ত্বে প্রেম পথের ক্লেশকর ভাগ বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং প্রেম তত্ত্ব পাঠে পাঠকদিগের একটু ক্লেশানুভব হইবার সম্ভব,—কিন্তু প্রেম পথের দ্বিতীয়াংশ "প্রেম রঙ্গে" আর ক্লেশ নাই, কাঠিন্য নাই, রস শূন্যতা নাই। তখন যে দূরের প্রেম রাজ্যের শোভা দেখা যাইতে আরম্ভ হইয়াছে!

তাই বলি, আইস ভাই, প্রেম রাজ্যে যাই। এই শোক তাপ, ব্যাধি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, এই পাপ পূর্ণ, এই দুঃখ কষ্টের আবাস স্থল সংসারেই, স্বর্গ রাজ্য বিমল আনন্দ পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, দেখিলেই দেখিতে পাইবে—সে রাজ্যে শোক নাই,—তাপ নাই, ব্যাধি নাই, দুঃখ নাই, কষ্ট নাই,—সে রাজ্যে কেবলই সুখ, কেবলই আনন্দ।

সকলেই যে সুখ সুখ করিয়া পাগল! সকলেই যে দুঃখ কষ্টের কর কবলিত হইয়া প্রপীড়িত! সকলেই যে স্বর্গ রাজ্যের অনন্ত সুখ ভোগের প্রত্যাশায় ব্যাকুলিত! কেন ভাই? করুণাময় জগৎপাতা কি আমাদিগকে জগতে দগ্ধীভূত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জীবকে কষ্ট দিয়াই কি তাঁহার সুখ? এ কথা ভাবিলেও যে পাপ হয়! যিনি জগৎকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন,—যিনি জগৎকে অপরূপ শোভায় শোভিত করিয়াছেন,—তিনি সেই জগৎবাসী জীব দিগকে জলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন? একবার জগতের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি,—

একবার পর্ব্বতের পার্ব্বত্য শোভার দিকে চাহিয়া দেখ দেখি,—দেখ দেখি কেমন স্তরে স্তরে পর্ব্বত শ্রেণী নীল আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে,—কেমন পাদব শ্রেণী নানা শোভায় পর্ব্বত শৃঙ্গে বিরাজ করিতেছে; কেমন সেই সকল বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে মেঘমালা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। আবার একবার সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখি,—কেমন বায়ু ভরে তরঙ্গে তরঙ্গে উর্ম্মিমালা তালে তালে নৃত্য করিতেছে। কেমন সেই নীল জলের উপর সূর্য্য রশ্মি পতিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে! আবার একবার বাসন্তি শোভায় হাস্যময়ী প্রকৃতি সুন্দরীর শোভার দিকে চাহিয়া দেখদেখি,—কেমন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, উদ্যানে ফুল ফুটিয়াছে, অঙ্গে মৃদু মন্দ মলয় পবন বহমান হইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে,—এ সকল কি সুখের জন্য নহে? এ সকল কি দুঃখের অগ্নি পৃথিবীতে জ্বালাইবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে?

সংসার সুখের। যে দেখে না, যে বুঝে না সেই সংসারকে দুঃখের বলিয়া মনে করে। সংসারেই স্বর্গ লুক্কাইত ভাবে আছে, কেবল যাহারা মোহে মুগ্ধ তাহারা সেই স্বর্গ দেখিতে পায় না। যাহারা সংসারের প্রেমের বিমল জ্যোতিতে নয়নকে পরিমার্জ্জিত করিতে পারে নাই, তাহারাই সংসারকে দুঃখের মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে।

তাই বলি, ভাই, আইস, সকলে মিলিয়া একবার স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করি। আইস সকলে মিলিয়া একবার প্রেমরাজ্যে যাই। দুই চারি দিনের জন্য পথের কষ্ট বোধ হইবে—পরে আর কোনই ক্লেশানুভব হইবে না। তখন হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সেই বিমল জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে ধাবিত হইবে।

মানবের হৃদয় কীট স্বরূপ,—প্রেম স্বর্গের জ্বলন্ত অগ্নি,—একবার মানবের হৃদয় এই অগ্নি দেখিতে পাইলে একেবারে মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় এই অগ্নির দিকে ধাবিত হয়,—তখন স্রোত-নিক্ষিপ্ত-তৃণের ন্যায় মানবের প্রাণ প্রেমের দিকে ভাসিয়া যায়; তখন মানব আর হৃদয়কে আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিতে পারে না,—তখন সহস্র চেষ্টা করিলেও নরনারী হৃদয়কে প্রেম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না।

প্রেম রাজ্যের দ্বারে যে মায়ার আবরণ রহিয়াছে, তাহাতেই বিভীষিকা দেখাইয়া মানব সভয়ে প্রেমের পথ পরিত্যাগ করে। প্রেমোপার্জ্জনের অসহনীয় যন্ত্রণা ভাবিয়া সুখের প্রেমকে ভুলিয়া অন্যত্র সুখের প্রত্যাশায় ধাবিত হয়।

ঐ মায়ার আবরণ অপসারিত কর,—দেখিবে ঐ আবরণের পশ্চাতে জ্যোতির্ম্ময় প্রেমের রাজ্য বিস্তৃত,—যতদূর দেখা যায় কেবল প্রেমেরই দৃশ্য। নয়ন বিস্ফারিত করিয়া একবার যত দূর পার, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও,—এ রাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্ণনা হয় না। এ রাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মানব সমাজে ভাষা নাই,—উপায় নাই।

এখানে ভেদাভেদ নাই, আত্মপর নাই, এখানে "এক" ভিন্ন "দুই" নাই। এখানে আসিলে আর কোন জ্ঞানই থাকে না,—কেবল এই মাত্র বোধ থাকে যে এ জগতে কেবল আমি আছি, এবং আমি অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় সুখে বিরাজ করিতেছি।

সম্পূর্ণ।